দশমঃ স্কন্ধঃ

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

১। একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী।
কর্ম্মান্তরনিযুক্তাসু নির্ম্মমন্থ স্বয়ং দধি॥

১। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ—একদা নন্দগেহিনী(নন্দপত্নী) যশোদা গৃহদাসীষু কর্ম্মান্তরে নিযুক্তাসু স্বয়ং দধি নির্ম্মমন্থ।

১। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন্! একদা গৃহদাসীগণ অন্যকার্যে নিযুক্ত হলে নন্দ-পত্নী যশোদা স্বয়ং দধি মন্থন করতে লাগলেন।

১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকা ঃ** অথ তত্র তাত্ত্বিকং সিদ্ধান্তং বক্তুং তৎপ্রতিপাদনযোগ্যাং পূর্ব্বাপর-বিলক্ষণাং লীলামুদাহরন্ দধিপয়শ্চৌর্য্যানুক্রমত্যক্ত্যাং তামনুস্মৃত্য বর্ণয়তি একদেত্যাদিনা। যশোদেতি দামোদরত্বাদিনা শ্রীকৃষ্ণায় প্রেমবশ্যতাতিশয়-যশোদানাৎ। নন্দস্য গেহিনীত্যর্দ্ধাঙ্গত্বাত্তেন তস্যাপি মাহাত্ম্যমবগন্তব্যমিতি বোধ্যতে; একস্মিন্ দিনে গৃহদাসীষু যাবদ্গৃহকর্ম্মাধিকারিণীষু সর্ব্বাস্বেব কর্ম্মান্তরে নৈমিত্তিকস্বরূপে নিযুক্তাসু সতীষু দধিষু চাখিলেষ্বেব মথ্যমানেষু সৎসু একং দধি মমন্থ, তচ্চ পুত্রশ্রেয়োনিবন্ধনেজ্যা-নিবেদ্যায় পুত্রোপভোগায় চ জ্ঞেয়ম্, তয়া তস্যৈব সর্ব্বোপাদেয়ত্বেন গৃহীতত্বাৎ। অতএব নিঃনিশ্চিততয়া মমন্থ; অন্যথা লোকশাস্ত্র-প্রসিদ্ধাসংখ্যধেনুমতল্লিকাদুগ্ধানাং তয়ৈকয়া দধিমন্থনাসম্ভবঃ স্যাৎ। কর্ম্মান্তরঞ্চাত্র পরমবিশিষ্টং জ্ঞেয়ম্, সর্ব্বপরিত্যাগেন সর্ব্বাসামেব নিযুক্তত্বাৎ। গোপানামপি তদ্দিনে যতস্ততো গতত্বেনাবগংস্যমানত্বাৎ, তচ্চ নূনমিন্দ্রযাগরূপং তস্যৈব ব্রজে তাদৃশমান্যচরত্বাৎ। কার্ত্তিকমাসোপাস্য-দামোদরলীলায়াঃ সমকালত্বাচ্চ। তদ্যাগস্য চ কার্ত্তিকীয়ত্বং তদারম্ভেনৈব প্রবর্ত্তিত-শ্রীগোবর্দ্ধনমখস্য কার্ত্তিক-শুক্ল-প্রতিপদি লোকাগময়োর্বিধীয়মানত্বাৎ। তথা চ শরদ্বর্ণনায়াম্ আগ্রহায়ণ সহযোগেন ইন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈরিতি বক্ষ্যতে, অথেন্দ্রিয়ার্থৈরিত্যর্থত্বেঽপি ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্ত্বিতি ন্যায়েন স এব দেবতেতি॥ জী° ১॥

১। **শ্রীজীব-বৈ° তোষণী টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর পূর্ব অধ্যায়ের শেষের দিকে তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত বলবার জন্য তার প্রতিপাদন যোগ্য পূর্বাপর বিলক্ষণ লীলা উদাহরণ স্বরূপে বলতে বলতে দধিদুগ্ধ

চৌর্যলীলা যা পর পর বলে যাওয়া হচ্ছিল, তাতে ছেদ পড়ে গিয়েছিল, এখন পুনরায় সেই খেই ধরে বর্ণন করা হচ্ছে—একদা ইতি।

যশোদা ইতি—দামবন্ধন লীলা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয় প্রেমবশ্যতারূপ যশ-দান হেতু এই নাম। **নন্দগেহিনী**—যশোদা নন্দের অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে নন্দেরও মাহাত্ম্য জ্ঞাতব্য, এরূপ ধ্বনি এই পদের। গৃহকর্মের অধিকারিণী যত দাসী ছিল তাঁরা সকলে একদিন নৈমিত্তিক কোনও বিশেষ কর্মে নিযুক্ত হলে এবং গৃহের বহুবহু দধি সকল মন্থন করতে লেগে গেলে মা যশোদা কোনও এক বিশেষ সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ দধি মন্থন করতে লাগলেন—এ কাজটি তিনি করতে নিলেন পুত্রমঙ্গল হেতু পূজার নৈবেদ্য দেওয়ার জন্য এবং পুত্রের উপভোগের জন্য। কারণ তিনিই সর্বোপাদেয়রূপে মাখন তুলতে পারেন। অতএব **নির্মমন্থ**—নিষ্ঠার সহিত মন্থন করতে লাগলেন। অন্যথা লোকে ও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অসংখ্য ধেনু-দোহানো-দুগ্ধের দধি মন্থন করা মা যশোদার একার কাজ নয়—ইহা অসম্ভব। এই কর্মান্তর ব্রজে পরম বিশিষ্ট বলে জানতে হবে—কারণ সবকিছু পরিত্যাগ করিয়ে তাঁদের সকলকে সেই কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, গোপগণও সেদিন সেখানেই যাওয়ার দরুণ ঘরে অনুপস্থিত—সেই যে কর্মান্তর তা নিশ্চয়ই ইন্দ্র যজ্ঞ, কারণ উহাই ব্রজে তাদৃশ সর্বজন-মান্য। আরও, কারণ কার্তিকমাসের উপাস্য দামোদর লীলার সমকালিক উহা। সেই ইন্দ্র যাগের সময় কার্তিক মাস—কারণ কার্তিক মাসের আরম্ভেই প্রবর্তিত শ্রীগোবর্ধন যজ্ঞ জনমতে ও আগমের দ্বারা কার্তিক-শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে করণীয় বলে নির্দ্ধারিত হয়ে আছে। 'ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামঃ' এই এই ন্যায় অনুসারে ইন্দ্রই এ যজ্ঞের দেবতা॥ জী০ ১॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নিষিদ্ধমন্থনং পীত্বা স্তনঞ্চাতৃপ্তিমান্ ক্রুধা। ভাণ্ডং ভিত্ত্বা দ্রুতং মাত্রা নবমে বদ্ধ ঈশ্বরঃ॥ চৌর্য্যক্রোধাদিমজ্জীবান্ গুণৈর্বদ্ধৈব রোদয়েঃ। চৌর্য্যক্রোধাদিমান্ মাত্রা বদ্ধস্ত্বং কৃষ্ণ রোদিষি॥ অতিচমৎকারকস্যাসাধারণস্য শ্রীকৃষ্ণবিষয়কনন্দযশোদাশ্রয়কমহাবাৎসল্যপ্রেম্নঃ সাধনমপ্যসাধারণমপূর্ব্বং শ্রেয়ো ভবিতুমর্হতীতি তদনাকর্ণিতবতঃ প্রশ্নকর্ত্তুঃরাজ্ঞোঽপি চিত্তং নাতিপ্রসন্নমালক্ষ্য তত্র মুখ্যং সিদ্ধান্তমভিব্যঞ্জয়িতুং দিনান্তরগতাং দামবন্ধনলীলাং বক্তুমুপক্রমতে একদেতি। দীপমালিকামহোৎসবদিন ইতি শ্রীবৈষ্ণতোষণী অত্র শ্যামৈককর্ণতুরঙ্গমবং পরার্দ্ধসংখ্যাস্বপি গোষু মধ্যে ব্রজরাজস্য যাঃ পদ্মগন্ধিন্যাদ্যা অতিসুস্বাদু সুগন্ধিপয়সঃ সুগন্ধিতৃণমাত্রচারিণ্যঃ সপ্তাষ্টা এব গাবো বর্ত্তন্তে তাসামেব দুগ্ধদধ্যাদিকং মৎপুত্রস্য রোচকং ভবিষ্যতীতি বিচারয়ন্তী শ্রীযশোদা নির্মমন্থ। স্বয়মিতি স্বপুত্ররোচনীয়নবনীতোৎক্রমণদুগ্ধাবর্ত্তনাদৌ বাৎসল্যপ্রেমোত্থ হঠাদেব দাসীনাং বিজ্ঞত্বমসম্ভাব্যম্ অদ্যারভ্য বালকস্য ভক্ষ্যনবনীতদুগ্ধাদিকং সর্ব্বমহমেব সাধু সাধয়িষ্যামি যথা তত্তদেব রোচয়ন্ কৃষ্ণশ্চৌর্য্যার্থং পরগৃহং ন যাস্যতীতি ভাবঃ। দধীত্যনন্তানাং দধ্নাং মধ্যে যদেকং সারভূতং পূর্ব্বেহ্যঃ স্বয়মেব সাধিতং তদেবেতি ভাবঃ। নির্মমন্থেত্যুপলক্ষণং দুগ্ধমপ্যাবর্ত্তয়ামাস॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** নবমে বর্ণিত হয়েছে—মন্থন থামিয়ে যখন কৃষ্ণ স্তন পান করছেন, তখন মা তাকে মাটিতে বসিয়ে রেখে অন্যত্র চলে গেলে—স্তনপানের অতৃপ্তিতে কৃষ্ণের ক্রোধে মন্থনভাণ্ড ভঞ্জন ননীচুরি ও মায়ের হাতে বন্ধন।

২। যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ।
দধিনির্ম্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত॥

২। **অন্বয়** ঃ দধি নির্ম্মন্থনে কালে তদ্বালচরিতানি(যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণস্য পরম মধুর বাল্যলীলাঃ) যানি যানি গীতানি তানি স্মরন্তী (ভাবয়ন্তি) অগায়ত চ।

২। **মূলানুবাদ** ঃ কৃষ্ণের বাল্যলীলা যা যা পুরাণাদিতে উল্লিখিত আছে, তা গীতচ্ছন্দে গেঁথে নিয়ে তিনি ঐ দধিমন্থন করতে করতে গাইতে লাগলেন।

চৌর্য ক্রোধাদিতে নিমজ্জিত লোকদের তুমি তমাদি গুণে বদ্ধ করে কাঁদাও—এখন হে চৌর্য ক্রোধাদিমান্ কৃষ্ণ, তুমি মায়ের হাতে বদ্ধ হয়ে কাঁদতে থাক।

শ্রীকৃষ্ণ যে-প্রেমের বিষয় এবং নন্দ-যশোদা আশ্রয় সেই অতি চমৎকারক অসাধারণ বাৎসল্য-রসগর্ভা প্রেমের সাধনও অসাধারণ অপূর্ব শ্রেয় হওয়ারই যোগ্য—তাই সেই কথা শ্রবণ-বিষয়ীভূত না হওয়াতে প্রশ্নকর্তা রাজা পরীক্ষিতেরও চিত্ত অতি প্রসন্ন না দেখে এ বিষয়ে মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবার জন্য অন্য একদিনের দামবন্ধন লীলা বলতে আরম্ভ করতে গিয়ে শ্রীশুকদেব বলছেন—'একদা ইতি।' **একদা**—দীপমালিকা মহোৎসবদিনে—ব্রজরাজের এককর্ণ কালো ঘোড়ার মতো অসংখ্য অসংখ্য গাভীর মধ্যে যে সাত-আটটি পদ্মগন্ধিনী প্রভৃতি অতি সুস্বাদু সুগন্ধী দুধালু এবং সুগন্ধী তৃণমাত্রচারিণী গাভী আছে তাদেরই দুগ্ধ দধি প্রভৃতি আমার পুত্রের মুখরোচক হবে, এরূপ বিচার-পরায়ণা মা শ্রীযশোদা **নির্ম্মন্থ**—অতি যত্নে মন্থন করতে লাগলেন। **স্বয়ং**—নিজে মন্থন করতে লাগলেন - নিজে কেন? এই উত্তরে, নিজ পুত্রের মুখরোচক ননী উঠানো, দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া প্রভৃতি দাসীদের কি করে জানা সম্ভব হতে পারে, এরূপে বাৎসল্যপ্রেমোত্থ হঠের বশেই অসম্ভবনা কল্পনা করে মা যশোদা স্থির করলেন, আজ থেকে বালকের খাদ্য নবনীত দুগ্ধাদি সব কিছুর আমি নিজ হাতে সুষ্ঠু ভাবে ব্যবস্থা করবো, যাতে এইসব বস্তুতে রুচি বশতঃ কৃষ্ণ চৌর্যার্থ পরগৃহে না যায়, এরূপ ভাব। **দধি**—অসংখ্য দধির মধ্যে যে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ, পূর্বের দিন নিজ হাতে পেতেছেন সেইটি **নির্ম্মন্থ**—এরূপ ভাব॥ বি॰ ১॥

২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা** ঃ যানি যানি তস্য বালস্য চরিতানি ইহ তব সভায়াং মম গীতানি সর্ব্বাণি তানি স্বয়ং স্মরন্তী বাৎসল্যবিলাসেন ভাবয়ন্তী দধ্নো নির্ম্মন্থনং যত্র তস্মিন্ কালে গানাবসরে অগায়ত। চ-কার উক্তসমুচ্চয়ে। নির্ম্মমন্থ অগায়চ্চেতি নানাকবিজন চরিতানি সর্ব্বাণি স্বয়ং তৎক্ষণনিবদ্ধানি বেতি জ্ঞেয়ং গীতরূপেণেতি শেষঃ॥ জী॰ ২॥

২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ হে রাজা পরীক্ষিৎ, **ইহ**—তোমার এই সভাতে আমার মুখে **যানি যানি তৎবালচরিতানি**—সেই বালকের যে যে লীলা কীর্তিত হয় তার সব কিছুই যখন মা যশোদা **স্মরন্তী**—বাৎসল্যবশে স্মরণ করতে করতে **স্বয়ং**—নিজে দধি মন্থন করছিলেন তখন **কালে**—অবসর বুঝে গান করছিলেন। **চ**—'চ'কারের ধ্বনি—উক্ত সমুচ্চয়ে—অর্থাৎ সেই নিখিল লীলাবলী সবই তাঁর চিন্তার মধ্যে আসছিল।

৩। ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্ম্মমন্থ

৩। অন্বয় ঃ সুভ্রূঃ (মনোহরভ্রূভঙ্গিযুক্তা যশোদা) পৃথুকটিতটে (বিশালনিতম্বে) সূত্রনদ্ধং (কাঞ্চী বদ্ধং) ক্ষৌমং বাসঃ (অতসীতন্তুনির্ম্মিতং বসনং) জাতকম্পং (মন্থন রজ্জ্বাকর্ষেণ কম্পমানং) রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজ-চলৎ কঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং (পুত্রস্নেহাৎ ক্ষরিতং স্তনদ্বয়ং চ) স্বিন্নং বক্ত্রং (ঘর্ম্মাক্তং বদনং) বিভ্রতী (সতী) কবরবিগলন্মালতী নির্ম্মমন্থ (দধিমন্থনং চকার)।

৩। মূলানুবাদ ঃ স্থূল কটিতটে নীবিবন্ধে বাঁধা সূক্ষ্ম পীত রেশমী বস্ত্র পরিহিতা, মাতৃস্নেহ-সুষমা মণ্ডিতা মা যশোদা নিবিষ্ট মনে দধিমন্থন করছেন—পুত্রস্নেহচ্যুত কুচযুগলে তাঁর কম্পন উঠছে, মুখে চলছে লীলাগান, কর্ণে দুলছে কুণ্ডল, মন্থনরজ্জু আকর্ষণে শ্রান্ত ভুজদ্বয়ের চঞ্চল কঙ্কণযুগল ও ঘর্মাক্ত মুখ বিম্ব দীপ্তি পাচ্ছে, আর কেশপাশ থেকে মালতীমালা খসে খসে পড়ে যাচ্ছে।

অথবা, 'নির্মমন্থ অগায়ৎ চ'—মা যশোদা মন্থনও করছিলেন এবং সেই সঙ্গে নানাকবিজনের রচিত নিখিল লীলাবলী স্বয়ং তৎক্ষণাৎ গীতচ্ছন্দে বেঁধে নিয়ে গাইছিলেনও, এরূপ বুঝতে হবে॥ জী০ ২॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সপ্রসিদ্ধো যো বালঃ কৃষ্ণস্তস্য চরিতানি যানি গীতানি গীতচ্ছন্দয়া কবিপুরন্ধ্রীভিঃ স্বয়ং বা নিবদ্ধানি তানি স্মরন্তী অনুসন্দধতী অগায়ত। গৃহান্তঃ শয়িতকৃষ্ণাদর্শনোত্থস্য স্বান্তঃ ক্ষোভস্যোপশান্তয়ে ইতি ভাবঃ॥ বি০ ২॥

৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তৎবালচরিতানি—সেই প্রসিদ্ধ বালকৃষ্ণের লীলাবলী **যানি গীতানি**—যা গীতচ্ছন্দে কবি পুরনারীগণের দ্বারা, বা মা যশোদার নিজের দ্বারা বাঁধা হয়েছে, তা মনের মধ্যে বার বার ভাবনা করতে করতে গাইছিলেন—ঘরের ভিতরে শোয়ানো কৃষ্ণ দর্শন-উৎকণ্ঠা জনিত ক্ষোভের উপশমের জন্য, এইরূপ ভাব॥ বি০ ২॥

৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ ইত্থং তদেকস্নিগ্ধায়াং তন্মাতরি নিজস্নেহভরোদয়াৎ তামেব বর্ণয়ন্ পরমসৌন্দর্য্যেণ পরমস্নেহেন চ তন্মাতৃত্বযোগ্যতাং দর্শয়তি—ক্ষৌমমিতি। তত্র সুভ্রূঃ পৃথুকটিতট ইত্যু-পলক্ষ্যণেনাঙ্গসৌন্দর্য্যং ব্যঞ্জিতম্; বেশসৌন্দর্য্যং ক্ষৌমমিত্যাদিনা; ক্ষৌমমতসীতন্তূত্থং বাল্কং ক্ষৌমাদীতি 'অতসী স্যাদুমা ক্ষুমা' ইতি চামরঃ। অতিসূক্ষ্মত্বেদমবলোক্যতে নানারাগত্বেতি, তচ্চ সচিত্রং পীতং জ্ঞেয়ম্। অস্যাঃ ক্রমদীপিকাভিপ্রায়তঃ শ্যামবর্ণত্বেন শোভাভরাবেক্ষয়া এতস্যাঃ পীতবর্ণত্বঞ্চ শ্রীগৌতমীয়ে সূত্রনদ্ধমিতি তত্রা-প্যতিশোভা দর্শিতা। সূত্রং নীবীবন্ধং মন্থনার্থং বিশেষতো বা তন্নদ্ধম্। স্বাভাবিক-চেষ্টাসৌন্দর্য্যমাহ—রজ্জেত্যা-দিনা কুণ্ডলে চ চলন্তী কবরঃ কেশবন্ধঃ মালতীত্যত্র ক-প্রত্যয়াভাবঃ 'সমাসান্তবিধিরনিত্যঃ' ইতি জ্ঞাপনাৎ। মালতীতি তস্যা এব কার্ত্তিকে প্রাধান্যাৎ। স্নেহমাহ—পুত্রেতি। জাতেতি চ পুত্রচরিতগানাৎ, সুভ্রূরিতি ভ্রুবোশ্চালনব্যঞ্জনয়া হর্ষাদিভাববিলাসোঽপি বর্ণিতঃ॥ জী০ ৩॥

৪। তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্॥

৪। **অন্বয়** ঃ তাং মথ্নন্তীং জননীং আসাদ্য (প্রাপ্য) স্তন্যকামঃ হরিঃ দধিমন্থানং গৃহীত্বা প্রীতিং আবহন্ (জনয়ন্) ন্যষেধৎ (মন্থনাৎ নিবারয়ামাস)।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ মনোহর কৃষ্ণ স্তনপান-অভিলাষে দধি মন্থনকারিণী মা যশোদার নিকট উপস্থিত হয়ে মন্থন দণ্ড হাতে চেপে ধরে তাঁর আনন্দ বর্ধন করতে করতে মন্থন নিবারণ করতে লাগলেন।

৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে তদেকস্নিগ্ধা কৃষ্ণ মাতাতে শ্রীশুকদেবের নিজের স্নেহভর উদয় হেতু তাঁকে বর্ণন করতে গিয়ে পরম সৌন্দর্যে এবং পরমস্নেহে তাঁর কৃষ্ণমাতৃত্ব-যোগ্যতা দেখাচ্ছেন—'ক্ষৌমমিতি'। এখানে 'সুভ্রূঃ' ও 'পৃথুকটিতটে'এই দুটিপদ উপলক্ষণে মা যশোদার অঙ্গ-সৌন্দর্য প্রকাশ করছে। **ক্ষৌমং**—সূক্ষ্ম কৌশেয় বসন—এই পদে বেশ-সৌন্দর্য লক্ষিত। অতসী গাছের সূতা থেকে তৈরী বস্ত্র—অতি সূক্ষ্ম এবং নানাবর্ণের হয়, এখানে অতি সুন্দর পীতবর্ণের। ক্রমদীপিকা অনুসারে মা যশোদার গায়ের রং শ্যাম, এবং শ্রীগৌতমীয় অনুসারে মা যশোদার বস্ত্রের রং পীত। **সূত্রনদ্ধং**—এই বস্ত্র কটিতটের মেখলায় বাঁধা আছে—এতেও অতি শোভা দেখানো হল। 'সূত্র'—নীবিবন্ধ **মেখলা**—মন্থনের জন্য, বা একটি বৈশিষ্ট্য দানের জন্য ঐ বস্ত্র মেখলায় বাঁধা। স্বাভাবিক অঙ্গচালনা-সৌন্দর্য বলা হচ্ছে—**রজ্জ্বাকর্ষ**—ইত্যাদি পদে। শুধু যে কঙ্কণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে তাই নয়, কুণ্ডলও জোরে জোরে দুলছে, 'চ' পদে তাই প্রকাশ করা হল। কার্তিকে মালতী পুষ্পেরই প্রাধান্য, তাই এখানে মালতীর উল্লেখ। **স্নেহ**—পুত্র বাৎসল্যের পরাবধি মা যশোদা, এখানে স্নেহের পরাকাষ্ঠা, আপনা-আপনি তার স্তন থেকে দুগ্ধ ঝরতে থাকে। 'জাত কম্পা' পদের পর 'চ' শব্দের প্রয়োগ, সেই সময়ে পুত্রচরিত গান হেতু। **সুভ্রূঃ**—ভ্রূযুগলের চালনা প্রকাশের দ্বারা মা যশোদার হর্ষাদি ভাব বিলাসও বর্ণিত হল॥ জী০ ৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথটীকা** ঃ বাৎসল্যপ্রেম্না রূপগুণাভ্যাং চ কৃষ্ণস্য যশোদৈবানুরূপা মাতেতি দ্যোতয়ন্ বাৎসল্যরসোপাসকানাং অবশ্যকর্ত্তব্যং শ্রীকৃষ্ণমাতুর্ধ্যানমাহ ক্ষৌমমতসীতন্তূত্থং পীতচিত্রমতিসূক্ষ্মং ভবেৎ। তেনাস্যাঃ শ্যামবর্ণত্বং ক্রমদীপিকোক্তং ধ্বনিতম্। সূত্রনদ্ধং নীব্যা নিবদ্ধম্। পৃথুকটিতটে সুভ্রূরিত্যাভ্যাং সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্যত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতং রজ্জোরাকর্ষেণ শ্রমোযয়োস্তয়োর্ভুজয়োশ্চলন্তৌ কঙ্কণৌ বক্ত্রমিত্যন্তানাং বিভ্রতী ত্যনেন সম্বন্ধঃ। মেঘতুল্যাৎ কবরাদ্বিগলন্তী জলবিন্দুশ্রেণীব মালতী যস্যাঃ সা। কপ্রত্যয়াভাব আর্ষঃ॥ বি০৩॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ বাসল্য প্রেমে এবং রূপে গুণে যশোদাই কৃষ্ণের যোগ্য মাতা, এই কথা প্রকাশ মুখে বাৎসল্য-রস উপাসকগণের অবশ্য কর্তব্য শ্রীকৃষ্ণমাতার ধ্যান বলা হচ্ছে— ক্ষৌমং ইতি। **ক্ষৌমং**—অতসীগাছের সূতা থেকে তৈরী বস্ত্র—বিচিত্র অতিসূক্ষ্ম হয়। এখানে 'পীত' পদের ধ্বনি হচ্ছে, মা যশোদার অঙ্গ বর্ণ শ্যাম, যা ক্রমদীপিকায় বলা আছে। **সূত্রনদ্ধং**–মেখলা দ্বারা বাঁধা। (পৃথুকটিতটে, সুভ্রূ) এই দুটি পদে সর্বাঙ্গ সৌন্দর্য প্রকাশিত হচ্ছে। রজ্জু-আকর্ষণে শ্রান্ত ভুজে চলমান কঙ্কণ যুগল

৫। তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎ স্তনং স্নেহস্নুতং সস্মিতমীক্ষতী মুখম্।
অতৃপ্তমুৎসৃজ্য জবেন সা যযাবুৎসিচ্যমানে পয়সি ত্বধিশ্রিতে॥

৫। অন্বয় ঃ সা (যশোদা) তমঙ্কমারূঢ়ং স্নেহস্নুতং (স্নেহবশাৎ স্বয়মেবক্ষরিতং) স্তনম্ অপায়য়ৎ সস্মিতং মুখং (সহাস্যবদনং) ঈক্ষতী (পশ্যন্তী সতী), তু (কিন্তু) অধিশ্রিতে (চুল্লীমারোপিতে) পয়সি (দুগ্ধে) উৎসিচ্যমানে অতৃপ্তং বালকং উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) জবেন (বেগেন) যযৌ।

৫। মূলানুবাদ ঃ অতঃপর বালক নিজে নিজেই কোলে উঠে বসলে মা যশোদা তাকে স্নেহ-ক্ষরিত স্তন পান করাতে লাগলেন, আর স্তন রেখায় চিত্রিত, মৃদু হাসিতে কমনীয় পুত্রমুখ আদরে দেখতে লাগলেন—এমন সময় ঘরের ভিতরে চুল্লীতে স্থাপিত দুগ্ধ উথলিয়ে পড়ে যেতে নিলে অতৃপ্ত পুত্রকে ফেলে রেখেই দৌড়ে চলে গেলেন সেখানে।

এবং **বক্ত্রং**—মুখবিম্ব, এই দুটি শেষপদের সহিত **বিভ্রতি**—'দীপ্তি পাচ্ছে' বাক্যের অন্বয় হবে। **কবর-বিগলন্মালতী**—মেঘতুল্য কবরী থেকে জল বিন্দুর মতো মালতী ঝরে ঝরে পড়ছে যাঁর সেই মা যশোদা॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** তৎস্নেহবিশেষময়-বাল্যলীলানুরূপয়া ক্ষুধা স্তন্যকামঃ তাং তাদৃক্স্নেহরসময়ীং যতো জননীমিতি শ্রীকৃষ্ণান্তঃস্থিতভাবমেবানুবদতি, তেন চ তস্যাঃ সুখমেবাভূদিত্যহ—প্রীতিম্ আ সমন্তাদ্বহন্ প্রাপয়ন্, স্তনপানে প্রযত্নাৎ মন্থনদণ্ডগ্রহণেন নিষেধসামর্থ্যাচ্চাতুর্য্যাচ্চ। এবং মনো-হরণাদ্ধরিঃ শয্যাত উত্থায়েতি জ্ঞেয়ং, কার্ত্তিকে প্রাতরেব মন্থন-ব্যবহারাৎ বালান্তরৈরসংমিলিতত্বাচ্চ॥ জী০৪॥

৪। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** বাৎসল্যস্নেহবিশেষময়-বাল্যলীলা-অনুরূপা ক্ষুধায় **স্তন্যকামঃ**—মায়ের স্তন পানে ইচ্ছুক (হরি)। **তাং**—তাদৃক্ স্নেহরসময়ী মার। [**আসাদ্য**—নিকট গিয়ে মন্থন দণ্ড চেপে ধরলেন]। যেহেতু তিনি স্নেহরসময়ী মা, তাই শ্রীকৃষ্ণের মনের ভাবটিই বলছেন শ্রীশুকদেব, এই মন্থনে বাঁধা দিয়ে স্তন পানের উৎকণ্ঠা দেখালে মায়ের মনে সুখই হবে,তাই বলা হচ্ছে, **প্রীতিমাবহন**—'আ' সর্বতোভাবে আনন্দ 'বহন্' প্রাপ্ত করিয়ে। এই আনন্দের কারণ—স্তন পানে প্রযত্ন, মন্থনদণ্ড গ্রহণে বালকের নিষেধ-সামর্থ্য ও চাতুর্য। **হরিঃ**—এইরূপে মায়ের মন হরণ করাতে হরি। কার্তিমাসে প্রাতঃ-কালেই মন্থন করবার রীতি হেতু এবং অন্য বালকদের সহিত অত ভোরে বিচ্ছেদ হেতু শয্যা থেকেই উঠে এসে যে উঠানে মন্থনস্থানে বালক মায়ের কাছে এল, তাই বুঝা যাচ্ছে॥ জী০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** আসাদ্য প্রাতরন্তর্গৃহাৎ প্রবুদ্ধ্য বহির্নিঃসৃত্য ক্ষুধা রুদন্মুখঃ সন্নিত্যর্থঃ। মন্থানং মন্থনদণ্ডং গৃহীত্বেতি মাতর্ম্মামথানেতি স্ববচনং মানয়িষ্যন্তীং মাতরমভিজ্ঞায়েতি ভাবঃ। অতস্তচ্চাতুর্য্যং জ্ঞাত্বা যা মাতুঃ প্রীতি স্তাং আবহন্॥ বি০ ৪॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আসাদ্য**—প্রাতঃকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এসে ক্ষুধায় কাঁদো কাঁদো মুখ হয়ে। **মন্থানং**—মন্থনদণ্ড। **গৃহীত্বা ইতি**—হে মাতঃ এখন দধি মন্থন রাখ; যিনি নিজ আবদার রাখেন, সেই মাতাকে এই কথাটা বুঝাবার জন্য মন্থনদণ্ড হাতে চেপে

ধরে। সুতরাং বালকের এইরূপ চাতুর্য জেনে মায়েদের যা প্রীতি হয়, তা **আবহন্**—সর্বতোভাবে প্রাপ্ত করিয়ে ॥ বি০ ৪ ॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** সস্মিতং পয়সঃ স্বয়ং স্রুতত্বান্মধুরত্বাচ্চ স্মিতেন গণ্ডে লক্ষ্যমাণেন সহিতং, মুখং তস্যেক্ষমাণা, অতৃপ্তমপি ত্যক্ত্বা। নন্থ তং পায়য়ন্ত্যোবাঙ্কে কৃত্বা কুতো ন গতা ? তত্রাহ —জবেনেতি; তথা সতি বেগেন গমনাসিদ্ধেঃ। তত্রৈব হেতু—উৎসিচ্যমানে ইতি উদ্রিচ্যতীত্যর্থঃ। এবং দৃষ্টিগোচরেইনতিদূরে পয়ঃপাকস্থানং জ্ঞেয়ম্; তৎপয়োইপি মথ্যমান-দধিবদেব, ইতি ক্ষণিকতত্ত্যাগোইপি কৃতঃ; অথবা 'যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বংকৃতে' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৫) ইতি কৈমুত্যাত্তস্যাস্তু বিশেষতঃ সর্ব্বং তস্যৈব। পিতরৌ চ পুত্রস্যাপাতদুঃখং সোঢ়্বাপ্যুদর্কদেহধন-বিদ্যাদিসম্পত্ত্যর্থকর্ম্মাণি সদৈবেহতে, তচ্চৌষধপায়ন-স্নপনতাড়নাদৌ প্রসিদ্ধম্। অন্যত্র চ ন সম্ভবতি ইত্যন্যভাবদুর্ব্বোধো মাতাপিতৃস্নেহপরিপাকঃ; খল্বসৌ গোপজাতীনাং চ সর্ব্বতো দুগ্ধসম্পত্তাবেবাগ্রহঃ, ততোঽয়ং বালকো ন কাঞ্চিদপি স্বসম্পত্তিরক্ষাং জানাতীত্যতো ময়ৈবাধুনা সা কর্ত্তব্যেতি-ধিয়া তৎপরিত্যাগেন তদর্থগমনমপি তৎস্নেহময়মেব; যথাত্মসম্পত্ত্যর্থং সহ্যমানেইপ্যাত্মদুঃখে স্নেহবিশেষ এবাত্মনি গম্যতে; তদ্বদিতি বিবেচনীয়ম্; অতএব তু-শব্দ ॥

৫। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সস্মিতম্ ইত্যাদি**—স্তনদুগ্ধ আপনা-আপনি ঝরে পড়া ও মধুর হওয়া হেতু প্রফুল্ল গণ্ডে একটু একটু বেয়ে বেয়ে পড়ছে, মা তার এমন সুন্দর মুখখানি চেয়ে চেয়ে দেখছেন, বালকের দুগ্ধপান শেষ হয় নি,সে তখনও অতৃপ্ত—এই অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে মা দৌড়ে চললেন ঘরের দিকে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা বালককে দুধ দিতে দিতে কোলে নিয়েই কেন গেলেন না ? এরই উত্তরে, **জবেন**—তা হলে দৌড়ে যাওয়া যেতো না-যে। দৌড়ে যাওয়ার কি প্রয়েজন পড়েছিল ? এরই উত্তরে, **উৎসিচ্যমানে ইত্যাদি**—চুল্লির উপর চাপান দুধ উথলিয়ে পড়ে যাচ্ছিল-যে। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে দুধ জ্বাল দেওয়ার স্থানটি নজরের ভিতরে কাছেই ছিল। এই জ্বালে বসানো দুধও ঐ দধির মতোই কোনও বিশেষ গাভী দোয়ানো সর্বশ্রেষ্ঠ দুধ—ঘরের নারায়ণের সেবা এবং পুত্রের ভোগের বস্তু।

অথবা, "যাঁদের গৃহ-ধন-সুহৃৎ, নিজ প্রিয়দ্রব্য দেহ-প্রাণ-মন-পুত্র আপনার প্রীতির জন্য সেই ব্রজবাসিদের আপনি কি দিবেন।"—(শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৫)—এই কৈমুতিক অনুসারে, কৃষ্ণ মাতা যশোদার তো বিশেষতো সব কিছুই কৃষ্ণের। মাতা পিতা পুত্রের আপাত দুঃখ সহ্য করেও ভবিষ্যৎ দেহ-ধন-বিদ্যাদি সম্পত্তির জন্য সর্বদা কর্ম করে থাকেন—পুত্রকে তিক্ত ঔষধ পান করানো, স্নান তাড়নাদি করানো—এতো প্রসিদ্ধই আছে। এই মাতা পিতার বাৎসল্যপ্রেমপরিপাক অন্যভাবের লোকের পক্ষে দুর্বোধ্য—অন্যত্র এ সম্ভবও নয়। এই গোপজাতির লোকের দুগ্ধসম্পত্তিতেই সর্বতোভাবে আগ্রহ। তাই আমার এই ছোট্ট বালক নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে একটুও জানে না—অতএব ইহা এখন আমারই কর্তব্য। এইরূপ মনে করে মা যশোদার পুত্রকে ত্যাগ করেও ঐ দুধের রক্ষায় ছুটে যাওয়া পুত্রস্নেহময়ই—যেরূপ না-কি নিজের সম্পত্তি রক্ষার্থে নিজে দুঃখ সহ্য করলেও নিজেতে স্নেহবিশেষই আছে, এরূপ বুঝা যায় ॥

৬। সঞ্জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং সন্দশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্।
ভিত্ত্বা মৃষাশ্রুর্দৃষদশ্মনা রহো জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ॥

৬। অন্বয়ঃ জাতকোপঃ (জাতক্রোধঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দদ্ভিঃ (দন্তৈঃ) স্ফুরিতারুণাধরং (ক্রন্দনাবেশেন স্ফুরিতং অরুণং চ অধরং) সন্দশ্য (দংশনং কৃত্বা) মৃষাশ্রুঃ (বৃথা রোদনপরঃ) দৃশদশ্মনা (পেষণাশ্মনা) দধিমন্থভাজনং ভিত্ত্বা অন্তরং গতঃ (স্থানান্তরং গতঃ) হৈয়ঙ্গবং (নবনীতং) জঘাস (ভক্ষিতবান্)।

৬। মূলানুবাদঃ স্তনপানে বাধা পড়ায় ক্রোধে অধীর বালক তার স্ফুরিতারুণ অধর দংশন করতে করতে একটি নোড়া দিয়ে মন্থনভাণ্ড ভেঙ্গে ফেলে মিথ্যাশ্রু পূর্ণ নয়নে নির্জন গৃহ কোণে গিয়ে টাটকা ননী খেতে লাগলেন।

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ অহো বালস্যাস্য বুদ্ধিরিত্যুক্ত্বা মথনাদ্বিরম্যোপবিষ্টা স্বয়মেবাঙ্কমারূঢ়ং তং উৎসৃজ্য ইত্যত্র হেতুঃ জবেনেতি। তত্রাপি হেতুঃ। উৎসিচ্যমানে অতিতাপেনোদ্রিচ্যমানে সতি পয়সি উত্তারণার্থমিত্যর্থঃ। অধিশ্রিতে চুল্লীমারোপিতে। নন্থ তর্হি কৃষ্ণাদপি তস্যা দুগ্ধমতিমমতাস্পদমভূৎ যদনুরোধেনাতৃপ্তঃ কৃষ্ণোঽপ্যুপেক্ষিতঃ সত্যম্ "তদুক্ত্যপেয়াদিষু কাপ্যপেক্ষ্যতা যয়া পুনঃ সোঽপি সমেত্যুপেক্ষতাম্। প্রেম্না বিচিত্রা পরিপাট্যুদীরিতা বোধ্যা তথা প্রেমবতীভিরেব যা" ॥ বি০ ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অহো এ-বালকের কি বুদ্ধি, এই বলে মন্থন ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ে **তমঙ্কারূঢ়ম্**—নিজে নিজেই কোলে উঠে বসা বালককে দুধ দিতে দিতে **উৎসৃজ্য**—ত্যাগ করে—ত্যাগের হেতু **জবেন ইতি**—দৌড়ে যাওয়া। দৌড়ে যাওয়া কেন? বেশী জ্বালে দুধ উথলিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, তা নামানোর জন্য দৌড়ে যাওয়া। **অধিশ্রিতে**—চুল্লীতে বসানো।

—পূর্বপক্ষ, আচ্ছা কৃষ্ণের থেকেও মা যশোদার নিকট দুগ্ধ বেশী মমতাস্পদ হয়ে গেল, যার জন্য কৃষ্ণকে অতৃপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেলেন, কি ব্যাপার? এরই উত্তরে, "কৃষ্ণের ভক্ষ্যপেয়াদিতে মা যশোদার এমনই কিছু অপেক্ষা আছে যার জন্য তিনি কৃষ্ণকেও অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারলেন—প্রেমের এই বিচিত্র পরিপাটী বলা বা বুঝা একমাত্র প্রেমবতীগণেরই কর্ম—অন্যের পক্ষে ইহা দুরধিগম্য॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ জাতকোপ ইত্যাদিকমশেষং মাতৃস্নেহময়-বাল্যলীলাবেশমাধুর্য্যং বর্ণিতম্। তত্তদ্ভাবানাংতন্মনস্ত্বেবোদ্ভুতত্বাৎ, তত্তচ্চেষ্টানাঞ্চ রহস্ত্বেব কৃতত্বাৎ তাত্ত্বিকমেবেতি চ দর্শিতম্। প্রৌঢ়দৃষ্ট্যামৃষা বৃথাপি বাল্যস্বভাবেনৈবাশ্রু যস্য সঃ, 'নাস্যং পশ্যতি যস্তস্যাঃ' ইত্যাদি ভট্টিপদ্যে 'মিথ্যাসৌ বিহিতেন্দ্রিয়ঃ' ইতিবৎ। যদ্বা, কদাচিৎ কৈতবাদিনা মিথ্যা রোদিতি, অধুনা তু অমৃষাশ্রুঃ অতৃপ্তত্বাদিতি মুনীন্দ্রস্য সবিনোদসাক্ষিত্বং দৃশদশ্মনেতি নিঃশব্দং তত্তলে শনৈরল্পচ্ছিদ্রার্থমন্তরমন্তর্গৃহং গতঃ সন্ হৈয়ঙ্গবং হৈয়ঙ্গবীনং 'হ্যো গোদোহনস্য সদ্যো নবনীতং তাদৃশঘৃতমেব তৎ' ইত্যমরসম্মতাবপি। 'কাত্যস্তু নবনীতমিত্যাহ' ইতি ক্ষীরস্বামিলিখনাৎ। তদিদঞ্চ প্রথম-মথিতাদুদ্ধৃত্য ধৃতত্বাৎ হ্যো গোদোহোদ্ভবত্বং ন ব্যভিচরতি॥ জী০ ৬॥

৭। উত্তার্য্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকম্।
ভগ্নং বিলোক্য স্বসুতস্য কর্ম্ম তজ্জহাস তঞ্চাপি ন তত্র পশ্যতী ॥

৭। অন্বয় ঃ গোপী (যশোদা) সুশৃতং (অতিতপ্তং) পয়ঃ (দুগ্ধং) উত্তার্য্য পুনঃ প্রবিশ্য (আগত্য) দধ্যমত্রকং (দধিভাণ্ডং) চ ভগ্নং সন্দৃশ্য (দৃষ্ট্বা) তৎ (দধিভাণ্ডভঞ্জন) স্বসুতস্য কর্ম্ম বিলোক্য তং চ অপি (পুত্রং চ অপি) ন পশ্যতী জহাস।

৭। মূলানুবাদ ঃ ইত্যবসরে মা যশোদা চুল্লী থেকে দুধ নামিয়ে রেখে মন্থন স্থানে ফিরে এসে মন্থনভাণ্ড ভাঙ্গা দেখে, ইহা নিজ পুত্রেরই কর্ম, এরূপ নিশ্চয় করে এবং তাকে সেখানে না দেখতে পেয়ে নাসাগ্রে তর্জ্জনী ঠেকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ জাতকোপঃ—ইত্যাদি বাক্যে অশেষ মাতৃস্নেহময়ী-বাল্যলীলা মাধুরী বর্ণিত হয়েছে। বালক এখানে যে যে ভাব প্রকাশ করল, তা তার অন্তরের থেকেই উদ্ভূত হওয়া হেতু এবং এই সব লীলা গোপন স্থানে মা যশোদার গৃহ কোণে সকল লোকের অনুপস্থিতিতে কৃত হওয়া হেতু প্রকৃত অবস্থাই প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্রোধ সত্য, অভিনয় মাত্র নয়। বিনা দর্শক কেউ অভিনয় দেখায় না, নির্জন গৃহ কোণে সকলের অসাক্ষাতে মনের স্বাভাবিক অবস্থাই প্রকাশিত হয়, লোকজনের সামনে তা হয় না। মা যশোদার অঙ্গনেই তার বাল্যলীলার পরিপূর্ণ প্রকাশ, এরূপ অন্য কোথাও হতে পারে না। **মৃষাশ্রুঃ**—প্রাজ্ঞজনের দৃষ্টিতে বৃথা হলেও বাল্য স্বভাবেই যার অশ্রু মোচন হচ্ছে সেই কৃষ্ণ। অথবা, গোপাল কদাচিৎ ছলনা করবার জন্য মিথ্যা অশ্রু মোচন করে থাকে বটে, কিন্তু আজ 'অমৃষা অশ্রুঃ' দুগ্ধপানের অতৃপ্তি হেতু সত্য সত্যই অশ্রু মোচন হচ্ছে, এইরূপে এ-বিষয়ে শ্রীশুকমুনির সবিনোদ-সাক্ষীর ভাব।

দৃশদশ্মনা ইতি—নোড়া। যাতে নিঃশব্দে মন্থনভাণ্ডের তলে অল্প ছিদ্র হয় সেই জন্য নোড়া দিয়ে আস্তে আস্তে ঠুকলেন। **অন্তরং ইত্যাদি**-নিভৃত গৃহ কোণে পলায়ণ করলেন। **হৈয়ঙ্গবম্**—টাটকা ননী—গতদিনের গোদোহনের সদ্য ননী এবং ইহা প্রথম মন্থন থেকে উঠিয়ে রাখা হেতু টাটকা হওয়ার ব্যতিক্রম হতো না॥ জী০ ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মৃষা বৃথাপি বাল্যস্বভাবাদেবাশ্রুর্যস্য সঃ দৃষদশ্মনা শিলাপুত্রেণ নিঃশব্দচ্ছিদ্রার্থং তত্তলে ইতি জ্ঞেয়ম্। অন্তরং গৃহাভ্যন্তর হৈয়ঙ্গবং হ্যোগোদোহস্য সদ্যো নবনীতম্॥ বি০৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মৃষা—বৃথা হলেও বাল্যস্বভাবেই অশ্রুমোচন হচ্ছিল যার সেই গোপাল। **দৃশদশ্মনা** - নোড়া দিয়ে ঠুকলেন—মন্থনভাণ্ডতলে নিঃশব্দে যাতে ছিদ্র হয় সেই জন্যে। **অন্তরং**—ঘরের নিভৃত কোণে। **হৈয়ঙ্গবং**—গতদিনের গোদোহনের সদ্য ননী॥ বি০ ৬॥

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সুষ্ঠু শৃতং পক্কম্; ভগ্নং ভিন্নং, তচ্চ সুতস্যৈব কর্ম্মেতি বিলোক্য নির্দ্ধার্য্য, তাদৃশে কর্ম্মণ্যন্যস্যাপ্রবৃত্তের্ভঙ্গচাতুর্য্যবিশেষোপলব্ধেস্তস্য কোপসম্ভাবনাচ্চ; তমপি তত্রাপশ্যন্তী জহাস; তস্যাতিচাপল্যেন ভেদনে চাতুর্য্যেণ ভীত্যাপসরণেন গৃহান্তস্তৎকিঙ্কিণ্যাদি-তচ্চালিত-ভাণ্ডাদি-শব্দাশ্রবণেন চ॥

৮। উলূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ॥

৮। অন্বয় ঃ উলূখলাঙ্ঘ্রেঃ উপরি (অধোমুখবিন্যস্তোলূখলস্যোপরি) ব্যবস্থিতং (উপবিষ্টং) শিচি-স্থিতং (শিক্যস্থং) হৈয়ঙ্গবং (নবনীতং) কামং (যথেচ্ছং) মর্কায় দদতং চৌর্যবিশঙ্কিতেক্ষণং সুতং(কৃষ্ণং) নিরীক্ষ্য শনৈঃ পশ্চাৎ (বালকস্য পৃষ্ঠদিশি) আগমৎ।

৮। মূলানুবাদ ঃ এদিকে বালকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে উল্টো করে রাখা উদূখলের উপর জোরাসনে বসে ছিকা থেকে পাড়া অল্পকিছু ননী খেয়ে বানরকে যথেচ্ছ দিতে লাগলেন ঘরের পিছনে গিয়ে। চৌর্যভয়ে চকিত নয়ন এই বালককে মা দেখতে পেয়ে ধীরে ধীরে তার পেছনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ সুশৃতং—সুষ্ঠু পক্ক, ভাল মতো জ্বাল দেওয়া (দুগ্ধ)। **ভগ্নং**—তলায় ফুটো। এ আমার পুত্রেরই কর্ম, এরূপ **বিলোক্য**—নিশ্চয় করে।—এরূপ নিশ্চয় করবার কারণ—এইরূপ কর্মে অন্যের অপ্রবৃত্তি, মন্থনভাণ্ড ভাঙ্গার চাতুরী বিশেষের উপলব্ধি এবং অতৃপ্ত অবস্থায় ফেলে যাওয়ায় কৃষ্ণেরই কোপ সম্ভাবনা। গোপালকে উঠানে না দেখে মার মুখে হাসি ফুটে উঠল—বালকের অতি চাপল্য, ভাণ্ড ভাঙ্গার চাতুরী, ভয়ে পলায়ণ এবং ঘরের ভিতরে চুল্লীর নিকট থেকে তার হাতের কিঙ্কিণীর ঝন্‌ঝণানি শব্দ ও ভাণ্ডাদি ভাঙ্গার শব্দ অশ্রবণে॥ জী০ ৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ সুশৃতং সুপক্কম্। দধিমন্থনস্থানং প্রবিশ্য দধ্যমত্রকং দধিপাত্রং অতি-চিক্কণত্বেন অতিদৃঢ়ত্বেনানুকম্পায়াং কন্। ভগ্নং বিলোক্যেতি বাম তর্জ্জন্যা নাসাগ্রং স্পৃষ্ট্বেতি জ্ঞেয়ম্॥ বি৭॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ সুশৃতং—ভাল মতো জ্বাল দেওয়া (দুগ্ধ)। **প্রবিশ্য**—দধি-মন্থন স্থানে পুনরায় ফিরে এসে। **দধ্যমত্রকম্**—অতি চিক্কণ অতি দৃঢ় দধিপাত্র—এখানে অনুকম্পায় কন্। **ভগ্নং বিলোক্য জহাস**—এই ভাঙ্গাকর্ম নিজ বালকের নিশ্চয় করে তর্জনী নাসাগ্রে ঠেকিয়ে হাসলেন॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ কাকাদিভয়াদ্বিবর্ত্ত্য স্থাপিতস্যোদূখলস্যোপরি স্বস্তিকা-সনেনোপবিষ্টম্ অন্তর্গৃহপ্রবেশানন্তরং যৎকিঞ্চিদেব ভুক্ত্বা সত্বরমবশিষ্টং হৈয়ঙ্গবীনং সভাণ্ডমেব গৃহীত্বা মাতৃ-বঞ্চনায় পশ্চাদ্দ্বারেণ নির্জ্জনং গৃহপশ্চাদ্দেশং গত্বেতি শেষঃ। পূর্ব্বং শিক্যে স্থাপিতং যত্তবেবেতি বিশেষ-চাপল্য-দর্শনমপ্যুক্তং, পশ্চাৎ সুতস্য পৃষ্ঠতস্তদ্দৃষ্টিবঞ্চনার্থম্॥ জী০ ৮॥

৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ ঘরের নিভৃত কোণে প্রবেশ করবার পর কাকাদির ভয়ে উল্টো করে রাখা উদূখলের উপরে **ব্যবস্থিতম্**—স্বস্তিকাসন্ হয়ে বসে যৎ কিঞ্চিৎই ননী খেয়ে—চট্‌পট্ অবশিষ্ট ননী ভাণ্ড সহিত হাতে উঠিয়ে নিয়ে মাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য ঘরের পিছনে নির্জন স্থানে গিয়ে **মর্কায় ইত্যাদি**—বানরদের দিতে লাগলেন। **শিকি স্থিতম্**—পূর্বে যা ছিকার উপবে রাখা ছিল তাই, এর দ্বারা নয়নের গতিরও বিশেষ চঞ্চলতা দেখান হল। মা পশ্চাৎ দিক দিয়ে এলেন, পুত্রের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য॥ জী০ ৮॥

৯। তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বরস্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ।
গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিণাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ॥

৯। **অন্বয় ঃ** আত্তযষ্টিং (যষ্টিঃস্তাং) তাং (যশোদাং) প্রসমীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কৃষ্ণঃ] সত্বরঃ ততঃ (উলূখলাৎ) অবরুহ্য ভীতবৎ অপসসার (পলায়িতঃ) তপসা ঈরিতং (প্রেরিতমপি) যোগিনাং মনঃ প্রবেষ্টুং ক্ষমং (সমর্থমপি) যঃ ন আপ [তং] গোপী (যশোদা) অন্বধাবৎ।

৯। **মূলানুবাদ ঃ** লাঠি হাতে মাকে দেখে অবাক হয়ে ফিরে ফিরে তাকে দেখলেন, অতঃপর ভয় পেয়ে উদূখল থেকে চটপট নেমে ছুট দিলেন। সমাধিস্থ মন ব্রহ্মলীন হওয়ার যোগ্য হলেও যাঁকে পায় না, মা যশোদা সেই তাঁর পিছে পিছে ধরি ধরি করে ছুটতে লাগলেন।

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দধিক্লিন্ন চরণচিহ্নেন কিঙ্কিণীশব্দেন চ তচ্চালিতভাণ্ডাদিশব্দেন চ গৃহান্তঃস্থিতং নবনীতং ভুঞ্জানং অনুমায় হসন্তী কিঞ্চিদ্বিলম্ব্য যাবত্তত্র যিযাসতি স্ম তাবদেব পক্ষদ্বারেণ নিঃসৃত্য বহিঃপ্রাঙ্গণান্তরে কাকাদি ভয়াদধোমুখীকৃতোদূখলস্যোপরি কৃষ্ণে স্বস্তিকাসনেনোপবিষ্টে সতি যদভূত্তদাহ। উদূখলেতি শিচি শিক্যে স্থিতং ততশ্চোরয়িত্বা আনীতমিত্যর্থঃ। চৌর্য্যাদ্ধেতোর্মাতৃতাড়নভয়াদ্বিশঙ্কিতে তদা গমনানুসন্ধানপরে ঈক্ষণে যস্য তম্। গৃহান্তর্গতৈরতির্য্যগ্‌গ্রীবং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ তদ্দৃষ্টিবঞ্চনার্থং স্তৎপৃষ্ঠতস্তং জিঘৃক্ষন্তী শনৈরিতি স্বচরণশব্দাভাবার্থঃ॥ বি৹ ৮॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** দধি লেপটানো চরণের চিহ্ন, কিঙ্কিণীশব্দ এবং বালকের নাড়া-চাড়া জনিত ভাণ্ডাদি শব্দের দ্বারা মা যশোদা অনুমান করলেন ঘরের ভিতরে বালক নবনীত খাচ্ছে, এরূপ অনুমানে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল—একটু পর যতক্ষণে তিনি সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন–তার মধ্যেই বালক পেছন দরজা দিয়ে বের হয়ে বাইরে অঙ্গন মধ্যে কাকাদির ভয়ে উল্টো করে স্থাপিত উদূখলের উপর স্বস্তিকাসন হয়ে বসে পড়লে যা হল, তাই বলা হচ্ছে—উদূখলাঙ্ঘ্রে ইত্যাদি। **শিচি**—ছিকার উপরে রাখা—সেখান থেকে চুরি করে আনা। **চৌর্যবিশঙ্কিতেক্ষণং নিরীক্ষ্য**—চুরি করা হেতু মায়ের তাড়ন ভয়ে অতি ভীত—তখন পলায়নের রাস্তা খোজায় চঞ্চল নয়ন কৃষ্ণকে দেখে। মা যশোদা ঘরের ভিতরে গিয়ে ঘাড় তেরছা করে দেখে নিয়ে গোপালের দৃষ্টি বঞ্চনার্থ তার পশ্চাৎ দিক্ থেকে ধরবার ইচ্ছায় **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে এগুলেন যাতে পায়ের শব্দ না হয়॥ বি৹ ৮॥

৯। **শ্রীজীব-বৈ৹তোষণী টীকা ঃ** প্রকর্ষেণ সম্যগীক্ষিত্বেতি স্বতাড়নার্থং তস্যা যষ্টিগ্রহণাসম্ভ-বাৎ, প্রাক্ কদাপি তদ্দর্শনাচ্চ। তন্নির্দ্ধারার্থমতঃ সত্বরঃ সন্ অপসসার, মাতৃবঞ্চনায় যমলার্জ্জুনাখ্য-চৈত্যবৃক্ষ-সন্নিহিত-নানাজনতাসদন-নিজপুর-পুরোদ্বারং প্রত্যেবেতি জ্ঞেয়ম্; ভীতবদিতি সহজ-মাতৃস্নেহভরজ্ঞানেন তত্ত্বতোঽন্তর্ভয়াভাবাৎ; যদ্বা, ভীতোঽন্যো যথা তথৈব ইত্যর্থ। এষা মাতরি বাল্যাদিলীলামাধুরী, মাতা তু তস্মিন্ দিনে পুরোদ্বারমপি নির্গতজনং জ্ঞাত্বা অন্বধাবদেবেত্যাহ—যোগঃ সমাধিস্তদ্বতাং মনঃ প্রবেষ্টুং ব্রহ্মণি শ্রীভগবত এবাবির্ভাবান্তরে বা লীনিভবিতুং ক্ষমং যোগ্যমপি তপসা ঐকাগ্র্যেণ ঈরিতং তত্তন্মুখত্বায় প্রেরিতমপি

যং নাপ, নাস্পৃশদপীত্যর্থঃ; নায়মিত্যাদৌ স্পষ্টীভাবিত্বাৎ। অন্বধাবৎ পদে পদে প্রাপ্যমানমিবাধাবৎ। অহো অস্তু তাবদস্যাঃ সন্ততমঙ্কশয়নাদি-সময়সৌভাগ্যং পলায়নসময়সৌভাগ্যমপি পরমযোগিনাং মনসোঽপ্যগোচর ইতি ভাবঃ। সাক্ষাচ্চ ধারণাত্তস্যাঃ সর্ব্বভক্তেভ্যোঽপ্যধিকো ভাগ্যভরো দর্শিতঃ॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ প্রসমীক্ষ্য**—প্রকর্ষের সহিত অর্থাৎ ভাল করে দেখে। কারণ কখনও তো মাকে এরূপ যষ্টি-হাতে দেখে নি—তাকে তাড়না করবার জন্য মার হাতে যষ্টি, এ যে অসম্ভব ব্যাপার, তাই ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন—বিষয়টা নিশ্চয় করবার জন্য। অতঃপর চটপট পালাতে লাগলেন—মাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য যমলার্জুন নামক চৈত্যবৃক্ষের নিকটে, নানা জনতার নিকটে নিজপুরির সিংহদরজার দিকে। **ভীতবৎ**—ভীতের মতো, ঠিক ভীত নয়—সহজমাতৃ-স্নেহাতিশয্যজ্ঞানে, তত্ত্ব তো অন্তর্ভীতি অভাব হেতু 'ভীতবৎ' বলা হল। অথবা, কোনও ভীতজন যে ভাবে পালায় সেই ভাবে পালাতে লাগলেন। ইহা মায়ের সম্মুখে বাল্যাদিলীলামাধুরীর অদ্ভুত প্রকাশ। মাতা কিন্তু সেদিন গোপালের পিছু পিছু দৌড়ে চললেন—পুরদ্বারে যাওয়া-আসা লোকের ভীড় জেনেও। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—যোগিনাং ইত্যাদি। **যোগিনাং মনঃ**—যোগ=সমাধি—সমাধিস্থ মন **প্রবেষ্টুং**—ব্রহ্মে বা অন্যরূপে আবির্ভূত শ্রীভগবানে লীন হতে **ক্ষমং**—যোগ্য হলেও **তপসেরিতং**—'তপসা'—একাগ্রতায় 'ঈরিতং'—যাঁর দিকে উন্মুখভাবে প্রেরিত হলেও **ন যমাপ**—যাঁকে পায় না অর্থাৎ স্পর্শও করতে পারে না—'নায়ম্' ইত্যাদি শ্লোকে এই কথা স্পষ্ট করা হয়েছে। **অন্বধাবৎ**—ধরি ধরি করেও ধরা যাচ্ছে না, এইরূপে পিছে পিছে দৌড়াতে লাগলেন। অহো নিরন্তর কোলে শয়নাদি-সময়ের সৌভাগ্যের কথা থাক, পলায়ণ সময়ের সৌভাগ্যও পরম যোগিগণের মনেরও অগোচর, এইরূপভাব। এইরূপে সাক্ষাৎ ভাবে কোলে পীঠে ধারণ হেতু নিখিল ভক্ত থেকেও অধিক ভাগ্যভর মা যশোদার দেখান হল॥ জী০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পুত্রভীষণার্থমাত্তযষ্টিং ভীতবদিতি সাহজিক মাতৃস্নেহভর জ্ঞানেন তত্ত্বতোঽন্তর্ভয়াভাবাৎ। যদ্বা ভীতবদিতি মতুবন্তং ভয়যুক্তং যথা স্যাত্তথাপসসার দুদ্রাবেত্যর্থঃ। "ভয়ভাবনয়া স্থিতস্যেতি" কুন্ত্যুক্তেঃ। গোপী যশোদা যোগঃ সমাধিস্তদ্বতাং মনঃ তপসা জ্ঞানেনেরিতমপি প্রবেষ্টুং ব্রহ্মণি লীনী ভবিতুং ক্ষমমপি যং নাপ। নায়ং সুখাপ ইত্যাদৌ স্পষ্টীভাবিত্বাৎ॥ বি০ ৯॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ আত্তযষ্টিং**—পুত্রকে ভয় দেখানোর জন্য যষ্টি হস্তে। **ভীতবৎ**—ভীতের মতো—সাহজিক মাতৃস্নেহাতিশয্য জ্ঞানে, তত্ত্বতো অন্তর্ভয় অভাব হেতু। অথবা ভীতবৎ ভয়যুক্ত ভাবে দৌড়ে পালাল। কৃষ্ণ যে এই সময়ে ভয়ভাবনার সহিত স্থিত, তা কুন্তির উক্তিতেও আছে। এই ভয় ভাবনাটা কৃষ্ণের সত্য—সত্য না হলে এতে কুন্তিদেবীর মোহ হত না। **গোপী**—যশোদা। **যোগিণাং মনঃ**—'যোগ' সমাধি—সমাধিস্থ মন, **তপসা**—জ্ঞানের দ্বারা **ঈরিতং**—চালিত হলেও, **প্রবেষ্টুং**—ব্রহ্মে লীন হওয়ার **ক্ষমং**—যোগ্য হলেও যাকে **ন আপ**—পায় না। এই কথাটা 'নায়ং সুখাপ' ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে॥ বি০ ৯॥

১০। অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চলচ্ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা।
জবেন বিস্রংসিতকেশবন্ধনচ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরামৃশৎ॥

১১। কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী কষন্তমঞ্জন্মসিনী স্বপাণিনা।
উদ্বীক্ষমাণং ভয়বিহ্বলেক্ষণং হস্তে গৃহীতা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ॥

১০। **অন্বয়** ঃ অন্বঞ্চমানা (অনুগচ্ছন্তী) সুমধ্যমা বৃহচ্চলচ্ছ্রোণিভরাক্রান্তগতিঃ (বিশালনিতম্ব-ভারেণ মন্থরগতিঃ) জবেন (বেগেন) বিস্রংসিত কেশবন্ধনচ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ (স্খলিতাৎ কেশবন্ধনাৎপতিতৈঃ পুষ্পৈঃ অনুগমনং যস্যাঃ সা) জননী পরামৃশৎ (ধৃতবতী)।

১০। **মূলানুবাদ** ঃ কৃষ্ণপশ্চাৎ ধাবমানা, স্খলিত খোঁপা থেকে পিছনে খুলে খুলে পড়া কুসুম নিচয়ে পূজিতা, বাৎসল্য-রস-শোভাধারিণী মা যশোদার গতি কম্পমান স্থূল নিতম্ব ভারে স্তব্ধ হলেও জোরে চলতে চলতে তিনি কৃষ্ণকে পিছন থেকে ধরে ফেললেন।

১১। **অন্বয়** ঃ কৃতাগসাং (কৃতাপরাধং) প্ররুদন্তং (ক্রন্দন্তং) অঞ্জন্মষিণী (প্রসরৎকজ্জলে) অক্ষিণী স্বপাণিনা কষন্তং (ঘর্ষয়ন্তং) উদ্বিক্ষ মাণম (মাতৃমুখাবলোকয়ন্তং) ভয়বিহ্বলেক্ষণং তং (কৃষ্ণং) ভিষয়ন্তী (ভয়ং প্রদর্শয়ন্তী) হস্তে গৃহীত্বা অবাগুরৎ (অভর্ৎসয়ৎ)।

১১। **মূলানুবাদ** ঃ বিক্রমকারী সেই বালক তখন মাকে দেখিয়ে দেখিয়ে খুব কাঁদতে কাঁদতে অশ্রু-কাজল লিপ্ত নয়ন নিজ হাতে ডলতে লাগলেন, আর ভয়বিহ্বল নয়নে উপরে মায়ের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন—মা তাঁকে হাতে ধরে ভয় দেখানোর জন্য ভর্ৎসনা করতে করতে লাঠি আস্ফালন করতে লাগলেন।

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ বৃহদিত্যাদিরূপাপি জবেন পরামৃষৎ; তং পৃষ্ঠতো ধৃতবতী, স্নেহময়েনেতি শেষঃ, যতো জননী॥ জী০ ১০॥

১০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ স্থূল কটিতট হলেও ছোটার বেগের দরুণ ধরলেন বালককে। **পরামৃশৎ**—তাকে ধরলেন পিঠের দিকে—জননী বলে তিনি স্নেহময়ী, তাই স্নেহের বলেই পারলেন॥ জী০ ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নচ যোগিদুষ্প্রাপং তমনুধাবনেন সা ন প্রাপেতি বাচ্যমিত্যহ অন্ব-ঞ্চেতি। বিস্রংসিতাৎ কেশবন্ধাৎ চ্যুতৈঃ প্রসূনৈরনুগতিরনুগমনং যস্যাঃ সা। পরা পৃষ্ঠতোঽমৃষৎ তং ধৃতবতী॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ যোগিগণের দুষ্প্রাপ্য সেই কৃষ্ণকে মা যশোদাও পেলেন না, এরূপ বলতে পার না—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অন্বঞ্চমানা ইতি। **বিস্রংসিত**—মা যশোদার স্খলিত খোঁপা থেকে পুষ্প সকল তাঁর পিছনে পিছনে পড়তে পড়তে যাচ্ছিল। **পরামৃশৎ**—'পরা' পীঠের দিকে 'অমৃশৎ' তাঁকে ধরলেন॥ বি০ ১০॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ কৃতম্ আগো যেন তম্; অতস্তাড়নমাশঙ্ক্য তৎপরিহারার্থং প্রকর্ষেণ রুদন্তম্, অতএব অঞ্জন্মসিনী অশ্রুভিঃ প্রসরৎকজ্জলে অক্ষিণী। বাঙ্ক্ষ্যমানমপি মাতৃহস্তেনাশ্রুমার্জনম-পরাধাদপ্রাপ্য স্বস্যৈব পাণিনা কষন্তং সন্মর্দ্দয়ন্তং বহুলাশ্রু-নির্গমার্থং, কিংবা অশ্রূপসারণার্থং মার্জ্জয়ন্তং কিঞ্চিদ্ভয়েন বিহ্বলে ঈক্ষণে নেত্রে যস্য তম্; কিংবা তথা রুদন্তম্; উচ্চৈর্বীক্ষমাণাইবলোকয়ন্ত্যপি। পুনস্তাদৃশ বিকর্ম্মাভ্যাসসঙ্কোচনেন সুপ্রকৃত তপোদানার্থং ভীষয়ন্তী ভায়য়ন্তী ভায়য়িতুম্ অবাগুরৎ অবাগুরত 'গুরী উদ্যমে'। 'হে অশান্ত রোষাক্রান্ত লুব্ধপ্রকৃতে বানরপ্রিয় গৃহলুণ্টাক ইতঃপ্রভৃতি, নবনীতাদিক কিঞ্চিন্ন দাস্যে বদ্ধা গৃহান্তর্দ্ধাস্যে, যথা কুত্রাপি গত্বা ক্রীড়িতুং ন শক্নোষি, ক্রীড়নকানি সহচরবালকাদীংশ্চ দ্রষ্টুমপি ন শক্যসি।' ইত্যাদি বাক্যেন তথা যষ্ট্যুত্থাপনপ্রায়াদিনা তাড়নোদ্যমমিব কৃতবতীত্যর্থঃ। ন চ তাড়য়ামাস, উদ্বীক্ষ্যমাণেতি সভয়ত্ব-পাঠে ভয়বিহ্বলেক্ষণং যথাস্যাত্তথা উচ্চৈরূর্দ্ধমুখতয়াইবলোক্যমানেতি তস্যকাতর্য্যমুক্তম্। অতোইবাগুরদেব। যদ্বা, ভয়েন বিহ্বলে কম্পমানে হস্তে গৃহীত্বা ক্ষণমবাগুরৎ ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ কৃতাগসং তং ইত্যাদি—যার দ্বারা অশিষ্ট কর্ম কৃত হয়েছে সেই বালককে। **প্ররুদন্তং**—মায়ের থেকে যে তাড়ন ভয়, তা নিবারণের জন্য 'প্রকর্ষেণ' অর্থাৎ 'প্র' বেশ ভালভাবে দেখিয়ে শুনিয়ে কাঁদতে লাগলেন। **অঞ্জন্মসিনী অক্ষিণী**—অতএব অশ্রুতে লেপটানো কজ্জলযুক্ত নয়নদ্বয়। মাতৃহস্তে অশ্রুমার্জন কৃষ্ণের অভিলষিত হলেও অপরাধের দরুণ তা না পেয়ে নিজের হাতেই **কষন্তং**—চোখ ডলতে লাগলেন—বহুল অশ্রুপাত করাবার জন্য বা অশ্রু সরিয়ে ফেলার জন্য মুছতে লাগলেন। **ভয়বিহ্বলেক্ষণং**—কিঞ্চিৎ ভয়ে বিহ্বল নয়নযুগল বিশিষ্ট কৃষ্ণ,—কিম্বা ভয়বিহ্বল নয়নে কাঁদতে লাগলেন)। **উদ্বীক্ষমাণং**—উপরে মায়ের মুখের দিকে নয়ন মেলে চেয়ে থাকা (কৃষ্ণ)। পুনরায় তাদৃশ বিকর্ম অভ্যাস সঙ্কোচনে সুশীল প্রকৃতি বালক বানাবার জন্য **ভিষয়ন্তী**—ভয় প্রদর্শনার্থে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন—হে অশান্ত! রোষাক্রান্ত! লুব্ধ প্রকৃতি! বানর প্রিয়! গৃহলুণ্ঠক! আজ থেকে তোমাকে ননী প্রভৃতি কিছুই দিব না—ঘরের ভিতরে বেঁধে রেখে দিব—যথা তথা গিয়ে আর খেলতে পারবে না—কন্দুকাদি খেলার উপকরণ এবং খেলার সাথী কাউকে আর দেখতেও পাবে না চোখে—ইত্যাদি বাক্যে, তথা লাঠি প্রায়-উচিয়ে মারার হাবভাব দেখালেন, কিন্তু মারলেন না। ভয়বিহ্বল ঈক্ষণ যেরূপ হয় সেই ভাবে 'উচ্চৈঃ' ঊর্ধ্বমুখে চেয়ে থাকা, এইরূপে তাঁর কাতরতা উক্ত হল, এই সভয়ত্ব পাঠে। অতএব **অবাগুরৎ**—মারার উদ্যম মাত্রই করলেন, মারলেন না। অথবা, 'ভয়বিহ্বলে' পুত্রের কম্পমান হস্তে ধরে ক্ষণকাল বেশ আস্ফালন করলেন ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যোগিদুষ্প্রাপং তং ন কেবলং ধৃতবত্যেব কিন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদিভিরনিশং স্তূয়মানং তমভৎ সয়ৎ অপি মহাকালযমাদীনামপি ভয়হেতুং তং যষ্টিমাত্রেণাপ্যভায়য়দপীত্যাহ কৃতাগসমিতি অঞ্জন্মসিনী অঞ্জন্তী সর্ব্বতঃ প্রসরন্তী মসী যয়োস্তে অক্ষিণী স্বপাণিনা স্ববামপাণিপৃষ্ঠেনৈব সংমর্দ্দয়ন্তং দক্ষিণ-পাণের্মাতৃগৃহীতত্বাৎ ভিষয়ন্তী যষ্ট্যা ভায়য়ন্তী। হ্রস্বস্যুগাবার্ষৌ। যদ্বা ভীষয়মাণা তদা হ্রস্বপরস্মৈপদে আর্ষে।

১২। ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাহ তদ্বীর্য্যকোবিদা ॥

১২। অন্বয় ঃ অর্ভকবৎসলা (পরমবাৎসল্যবতী) অতদ্বীর্য্যকোবিদা (পরমবাৎসল্যাদেব কৃষ্ণস্য প্রভাবানুসন্ধান রহিতা) সুতং ভীতং বিজ্ঞায় যষ্টিং ত্যক্ত্বা তম্ (শ্রীকৃষ্ণং) দাম্না (রজ্জ্বা) বদ্ধুং ইয়েষ (ঐচ্ছৎ)।

১২। মূলানুবাদ ঃ পুত্র-ঐশ্বর্য-অজ্ঞা, পুত্রবৎসলা মা যশোদা লাঠি ফেলে দিয়ে পুত্রকে বাঁধতে ইচ্ছা করলেন।

অবাগুরৎ ভো অশান্তপ্রকৃতে বানরবন্ধো মন্থনীস্ফোটক অদ্য নবনীতাদিকং কুতঃ প্রাপ্স্যসি তথা বধ্নাম্যদ্য যথা সহচরবালকৈঃ সহ খেলিতুং নবনীতমপহর্ত্তুঞ্চ ন প্রভবিষ্যসি। ইদানীং যষ্টিতাড়নাৎ কিং বিভেষীতি তর্জ্জয়ন্তী যষ্ট্যুত্থানেন তাড়নোদ্যমং চকার ন তু ততাড় গুরী উদ্যমে ॥ বি০ ১১ ॥

১১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যোগি-দুষ্প্রাপ্য কৃষ্ণকে যে শুধু ধরলেন তাই নয়, কিন্তু ব্রহ্ম-রুদ্রাদির দ্বারা নিত্য স্তূয়মান তাঁকে ভর্ৎসনা পর্যন্ত করলেন। মহাকাল যমাদিরও ভয়কারণ তাঁকে যষ্টি মাত্রের দ্বারা ভয়ে আকুল করেও দিলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কৃতাগসং ইত্যাদি। **অঞ্জন্মসিনী**—'অঞ্জন্তী' চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে কাজল যাতে সেই নয়ন যুগল **স্বপাণিনা**—নিজ বামহাতের পীঠের দ্বারা [সংমর্দনকারী]—দক্ষিণ হাত মায়ের দ্বারা ধরা থাকা হেতু বামহাতে। **অবাগুরৎ**—ভর্ৎসনা করতে লাগলেন—হে অশান্ত স্বভাব! বানর বন্ধু! মন্থনী স্ফোটক! আজ নবনীত কোথায় পাবে—আজ তোমাকে এমন করে বেঁধে রাখবো যাতে সহচর বালকদের সঙ্গে খেলতে ও নবনীত চুরি করতে না পার। এই এখন যষ্টি-আস্ফালন হেতু ভয় পাচ্ছ কেন, এই বলে তর্জন করতে লাগলেন—লাঠি উঠিয়ে মারার হাব ভাব প্রকাশ করলেন—মারলেন না ঠিক ॥ বি০ ১১ ॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ যতোঽর্ভকমাত্রে বৎসলা, কিমুত স্বার্ভকে তস্মিন্নিত্যর্থঃ। অতোঽতদ্বীর্য্যকোবিদা তৎপ্রভাবানুসন্ধানরহিতা স্নেহভরাক্রান্ত-চিত্তত্বেনান্যাস্ফূর্ত্তেঃ; যদ্বা, তদ্বীর্য্যকোবিদা তচ্চাপলভর-দুর্ব্বারতাদ্যভিজ্ঞা, অতস্তং বদ্ধুমেবৈচ্ছৎ। কিল প্রসিদ্ধৌ নিশ্চয়ে বা ॥ জী০ ১২ ॥

১২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অর্ভকবৎসলা—যেহেতু বালক মাত্রের উপরই বৎসল অর্থাৎ স্নেহযুক্ত, কাজেই নিজের এই বালকের উপর যে বৎসল, এতে আর বলবার কি আছে। অতএব **অতদ্বীর্যকোবিদা**—তাঁর প্রভাব বিষয়ে অনুসন্ধান রহিতা—স্নেহভারাক্রান্ত চিত্তভার হেতু অন্য কিছু স্ফূর্তি না হওয়াতে। অথবা. **তদ্বীর্যকোবিদা**—তার অতিশয় চপলতার দুর্বারতা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞা – অতএব বাঁধতে ইচ্ছা করলেন। **কিল**—প্রসিদ্ধিতে বা নিশ্চয়ে ॥ জী০ ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ মাতর্ম্মাং মা তাড়য়েত্যুক্তে তাড়নে যদি তবাতিশয়া ভীস্তৎ কিমদ্য দধিভাণ্ডমভাঙ্ক্ষীঃ। মাতরেবমথনৈব করিষ্যে পাতয় স্বকরতো বত যষ্টিমিতি পুত্রোক্তি কার্ত্যবিক্লবমনা

১৩। ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
১৪। মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥

১৩-১৪। অন্বয় ঃ যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অন্তঃ ন চ বহিঃ ন পূর্ব্বং (পূর্ব্ববর্ত্তিকালঃ) ন অপারং পর-বর্ত্তিকালঃ) অপি চ ন (নৈববর্ত্ততে) যঃ জগতঃ (ব্রহ্মাণ্ডস্য) পূর্ব্বাপরং (পূর্ব্বস্মিন্ পরস্মিন্শ্চ) [কালে বিরাজতে] বহিশ্চান্তঃ (বহিরন্তশ্চ ব্রহ্মরূপেণ পরমাত্মরূপেণ চ বর্ত্ততে) জগৎ চ যঃ গোপিকা (যশোদা) তং অব্যক্তং (অচিন্ত্যরূপং) অধোক্ষজং (সর্ব্বেন্দ্রিয়াগোচরং) মর্ত্ত্যলিঙ্গং (নরাকৃতিপরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণং) আত্মজং মত্বা (স্বপুত্রং মত্বা) প্রাকৃতং যথা দাম্না ববন্ধ।

১৩-১৪। মূলানুবাদ ঃ যাঁর অন্তর্বাহ্য নেই, পূর্বাপর নেই, যিনি জগতের অন্তর্বাহ্য-পূর্বাপর এবং যিনিই জগৎ, সেই অব্যক্ত-মহৈশ্বর্য মনুষ্যাকার ইন্দ্রিয়াতীত কৃষ্ণকে নিজ পুত্র মনে করে গোপিকা যশোদা প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করলেন।

হন্ত কদাচিদয়ং মন্যুনা বনং প্রবিশেদিতি শঙ্কয়া তন্নিরোধার্থমুপায়ং নিশ্চিকায়েত্যাহ ত্যক্ত্বেতি। তদ্বীর্য্যস্য সর্ব্বব্যাপকত্বলক্ষণস্য তদৈশ্বর্য্যস্য ন কোবিদা। শুদ্ধা তন্মাধুর্য্যৈকনিমগ্নত্বাদিতি ভাবঃ ॥ বিং ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মা আমাকে মেরো না, বালকের এই কথার উত্তরে মা বললেন—তাড়নে তোমার যদি এত ভয় তবে আজ কেন দধিভাণ্ড ভাঙ্গলে, বালক বলল—আমি আর এরূপ করব না, হাত থেকে লাঠি ফেলে দেও মা যশোদা তখন মনে মনে শঙ্কিত হলেন - অহো আমার বালকের আজ এ কি কাতরতা, ভয়বিহ্বলতা হায় হায় যদি কখনও রাগে বনে গিয়ে প্রবেশ করে—তাই এর থেকে নিরোধের জন্য উপায় স্থির করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ত্যক্ত্বা ইতি। **অতদ্বীর্য কোবিদা**—পুত্রের সর্বব্যাপকতারূপ ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অজ্ঞা—যেহেতু তিনি একমাত্র তাঁর মাধুর্যেই নিমগ্ন, এরূপ ভাব ॥ বিং ১২ ॥

১৩-১৪। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা ঃ অহো প্রেমবলং শ্রীযশোদায়া ইত্যাহ—ন চেতি যুগ্মকেন। ব্যাপাকত্বেন বহির্নাস্তি অতস্তৎ প্রতিযোগিতয়া প্রতীতমন্তরমপি নাস্তি; এবং পূর্ব্বাপরে অপি। 'জগচ্চ যঃ' ইতি—কারণব্যতিরেকে কার্য্যব্যতিরেকাৎ যদনন্যজ্জগদিত্যর্থঃ। ততশ্চ তচ্ছক্ত্যৈব জগচ্ছক্তে-স্তদংশাংশভূতয়া রজ্জ্বা কথং তদ্বন্ধঃ স্যাৎ? ন হি বহ্নির্মর্চ্চিষো দহেয়ুরিতি ভাবঃ। সর্ব্বত্রৈব নঞ্ প্রয়োগ-স্তত্তদভাবদার্ঢ্যার্থম্, অতএব সমুচ্চয়ে চকারাবপি-শব্দশ্চ তমেব ববন্ধ। যত্তদোঃ সামানাধিকরণ্যান্ন চ স্বরূপান্তরমিত্যর্থঃ ॥

যথা প্রাকৃতং বালং তথৈব চ তর্হি কথং ববন্ধ? তত্রাহ মর্ত্ত্যলিঙ্গং দৃশ্যমান-মনুষ্যবালকাকারম্। তর্হি কথং ন চান্তরিত্যাদি? তত্রাহ—অধোক্ষজম্ ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীতরূপম্; অতএব 'নিত্যাব্যক্তোঽপি

ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেদমিতং প্রভুম্॥' ইতি নারায়ণাধ্যাত্ম্য-দৃষ্ট্যা ন কেনাপি ব্যজ্যতে ইত্যব্যক্তম্ উভয়থাপ্যচিন্ত্যস্বরূপ-তদ্ধর্ম্মমিত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ 'অর্ব্বাগেদবা অস্য বিসর্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব' ইত্যাদ্যা। তস্মাৎ 'অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥' ইতি উত্তমপর্ব্বাদ্যুপদেশেন, 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' (শ্রীব্র সূ ২।১।২৭) ইতি ন্যায়েন 'অস্থূলোঽনণুরমধ্যমো মধ্যমোঽব্যাপকো হরিঃ' ইত্যাদি, অস্থূলশ্চানণুশ্চৈব স্থূলোঽণুশ্চাপি সর্ব্বতঃ। অবর্ণঃ সর্ব্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ॥ ঐশ্বর্য্য যোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে,' ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্য-দর্শিত শ্রুতিপুরাণপ্রামাণ্যেন, তথৈব 'তুরীয়মতুরীয়মাত্মানমনাত্মানমুগ্রমনুগ্রং বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং জ্বলন্তমজ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখমসর্ব্বতোমুখম্ ইত্যাদি শ্রীনৃসিংহ-তাপনীদৃষ্ট্যা, 'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্' (শ্রীগী০ ৯।৪-৫) ইতি সাক্ষাৎ শ্রীস্বয়ংভগবদুপদেশেন প্রত্যেকাচিন্ত্য-বিরুদ্ধাবিরুদ্ধানন্ত শক্তিময়ত্বাৎ ঘটত এব যুগপত্তদ্দ্বয়মপীত্যর্থঃ।' অতঃ শ্রীমত্যা মাত্রৈব নিজাঙ্কপ্রবিষ্টস্যাপি তস্য মুখান্তর্বিশ্বং দৃষ্টং, সর্ব্ব রজ্জুভিরপি দ্ব্যঙ্গুলমাত্রং ন পূরয়িতব্যমিতি চ। অতঃ স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্তিত্বান্মায়া কল্পনা চ পরস্তা। 'কৃপ্তকল্প্য-পরিগ্রহে লঘুঃ কৃপ্তপরিগ্রহঃ' ইতি ন্যায়াদ্ব্যর্থত্বাচ্চ। তর্হি কথং তদ্বিভুত্বং তস্যাং নাস্ফুরৎ? তত্রাহ—আত্মজং মত্বা, বাৎসল্যরসপূর্ণমনস্তেন তদংশাচ্ছাদনাদিতর্থঃ। তচ্চ বন্ধনমুদরে জ্ঞেয়ম্। দামোদরত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদত্র নোক্তং, শ্রীহরিবংশে তূক্তং 'দাম্না চৈবোদরে বদ্ধা প্রত্যবন্ধদুদূখলে' ইতি, তচ্চ দুঃখাপ্রাপ্ত্যর্থমেব, বস্তুতো বন্ধনস্তু ভয়েন গমনাশঙ্কয়ৈব কৃতম্। উদূখলঞ্চেদং পুরোদ্বারাভ্যন্তর-পতিতমন্যদেব জ্ঞেয়ম্। দ্বারাগ্র্যাবস্থানোচিত-চৈত্যতরুযুগলসমীপগতত্বাৎ, চৈত্যত্বঞ্চাগ্রে বক্ষ্যতে॥ জী০ ১৩-১৪॥

১৩-১৪। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ অহো যশোদার কি অদ্ভুত প্রেমবল—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—না চান্তঃ ইত্যাদি দুটি শ্লোক। এ বালকটি সর্ব্বব্যাপক, তাই তার বহির্দেশ বলে কিছু নেই। অতএব এর উল্টাদিক বলে প্রতীত অন্তর্দেশ বলেও কিছু নেই। এইরূপে পূর্বাপরও কিছু নেই। **যো জগতো পূর্বাপরং ইত্যাদি**—যিনি এই জগতের পূর্বাপর ইত্যাদি—কারণরূপ তাঁর অস্তিত্ব বিনা কার্যরূপ এই জগতের পৃথক্ অস্তিত্বের সম্ভাবনা করা যায় না, তাই **জগচ্চয়ঃ**—তিনি জগৎও বটে। সুতরাং তাঁর শক্তি থেকেই জগতের শক্তি প্রকাশ হেতু তাঁর অংশের অংশভূতা রজ্জু দ্বারা তাঁকে কি করে বাঁধা যাবে? অগ্নির শিখা কি করে অগ্নিকে পোড়াতে পারে? 'ন চান্তঃ' 'ন বহিঃ' ইত্যাদিতে এই এক একটি পৃথক্ 'ন' কার প্রয়োগ হয়েছে, সেই সেই ভাবকে দৃঢ় করবার জন্য। অতএব সমুচ্চয়ে অর্থাৎ সামগ্রীক ভাব বুঝাবার জন্য 'চ' কারেতেও 'অপি' শব্দের প্রয়োগ। তিনি এইরূপ হলেও তাকে বাঁধলেন। মা যশোদার অসীম বাৎসল্যরস আস্বাদনের অনন্ত পিপাসা সর্বশক্তির আধার বালগোপালের হৃদয়ে নিত্য জাগরুক থাকা হেতুই সর্বব্যাপক এই ইন্দ্রিয়াতীতকে সামান্য রজ্জু দ্বারা বাধা সম্ভব হল॥

মা যশোদা সাধারণ বালকের মতো তার পুত্রকে বন্ধন করলেন—পূর্বপক্ষ, সাধারণ প্রাকৃত বালকের মতো তাকে বন্ধন করলেন কি করে? উত্তরে বলা হচ্ছে—**মর্ত্যলিঙ্গম্**—তিনি যে চোখে দেখা নরবালকের আকার। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তাই যদি হয়, তবে অন্তর্দেশ নেই, সে আবার কি কথা? এরই উত্তরে—**অধোক্ষজম্**—চোখে সাক্ষাৎ দেখা দেওয়া নরাকার হলেও তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানতীতরূপ—অব্যক্ত রূপ, তাই শাস্ত্রের উক্তি—"নিত্য অব্যক্ত হলেও ভগবান্ সুব্যক্ত নিজশক্তিতে। এই শক্তির সাহায্য বিনা কে সেই অসীম পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে দেখতে সমর্থ হবে?"—নারায়ণাধ্যাত্মের এই শ্লোকে প্রমাণিত হল, কেউ তাঁকে নিজ শক্তিতে ব্যক্ত করতে পারে না, তাই অব্যক্ত—শরণাগত জনের নিকট শ্রীভগবান্ নিজ কৃপাশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে ব্যক্ত হন ব্যক্ত-অব্যক্ত উভয় ব্যাপারেই শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিরই খেলা—তার স্বরূপের এরূপই ধর্ম। এই হেতু—"অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের যোজনা করতে যাবে না। যা প্রকৃতির বিকার-সমূহের অতীত অর্থাৎ যা অপ্রাকৃত, তাই অচিন্ত্য।" এই উত্তমপর্বের উপদেশ অনুসারে, "অপ্রাকৃত বিষয়ে শব্দ প্রমাণ শ্রুতিই প্রধান"—শ্রীব্র০ সূ০ ২।১।২৭—এই ন্যায় অনুসারে, "শ্রীভগবান্ স্থূলও নন, সূক্ষ্মও নন, আবার একই সময়ে স্থূলও হন সূক্ষ্মও হন। তিনি সর্বভাবে বর্ণ বিহীন হয়েও শ্যাম বর্ণ অরুণ লোচন। ঐশ্বর্য যোগ হেতু শ্রীভগবান্ বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় বলে শাস্ত্রে অভিহিত।"—শ্রীমধ্বাচার্যধৃত শ্রুতি-পুরাণ প্রমাণ অনুসারে এবং "এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্বেন্দ্রিয়াতীতস্বরূপ আমা কর্তৃক পরিব্যাপ্ত কিন্তু আমি তার কিছুতেই অবস্থিত নই। আমার অসাধারণ প্রভাব দেখ। ভূত সকল আমাতে অবস্থিত নয় আমার আত্মা ভূতধারক ও ভূত পালক হলেও, আমি কিন্তু ভূত সমূহে অবস্থিত নই।" (গী০ ৯।৪ ৫)। এইরূপ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উপদেশ অনুসারে—শ্রীভগবান্ সমুদয় অচিন্ত্য-বিরুদ্ধা-বিরুদ্ধ অনন্ত শক্তিময় হেতু যুগপৎ ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হতে পারেন—ইহা সম্ভব। অতএব শ্রীমতী যশোদা মাতা নিজের কোলটুকুর ভিতরে শায়িত বালকের ছোট্ট মুখের মধ্যেই বিরাট বিশ্বটাকে দেখতে পেলেন। অতএব এ বালকের স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি থাকা হেতু এ বালক সম্বন্ধে মায়া-কল্পনা পরাস্ত হল। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তা হলে তাঁর বিভুত্ব মাতাতে কেন স্ফুরিত হল না। এরই উত্তরে **আত্মজং মত্বা**—পুত্র মনে করে (বাঁধলেন)—বিভুকে বাঁধবার সামর্থ্যের কারণ, মা যশোদার বাৎসল্যরসপূর্ণ মন, মার মনে পুত্রের অনন্ত শক্তির মধ্যে বিভুত্ব শক্তি-অংশ আচ্ছাদিত থাকে। এই বন্ধনও উদরে হল, জানতে হবে—কারণ দামোদর (দাম+উদর) বলেই তাঁর খ্যাতি। শ্রীহরিবংশে বলা আছে, "বালককে উদরে বেঁধে উদূখলের সঙ্গে বেঁধে রাখলেন।" এ-বাঁধার কারণ, বনে গিয়ে বালক যেন ব্যথা না পায়। বস্তুত এই বন্ধন বনে গমনের আশঙ্কা বশেই কৃত। এই উদূখল পুরদ্বারের ভিতরে পড়ে ছিল—শ্রীহরিবংশ থেকে জানা যায়। দ্বারের সম্মুখে হতে পারে না, কারণ অর্জুন বৃক্ষের নিকটেই তো বালক গিয়েছিল। অর্জুন বৃক্ষের কথা আগে বলা আছে॥ জী০ ১৩-১৪॥

১৩-১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং স্বমায়াগুণৈর্নিবদ্ধস্তমপি সর্ব্বব্যাপকমপি মহামহেশ্বরং তং স্বপ্রেমবলাদেব পট্টময় দাম্না ববন্ধাপীত্যাহ ন চেতি দ্বাভ্যাং,-বন্ধনং হি বহিঃপরীতেন দাম্না আবৃতস্য পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ সম্ভবতি যস্য তু বিভুত্বাদ্বহি র্ন বিদ্যতে তৎপ্রতিযোগিত্বাদন্তশ্চ ন বিদ্যতে তত্র ক্ব বা দাম্না স্থাতব্যম্। কিম্বা তেনাবরিতব্যমিতি ভাবঃ। সর্ব্বদেশব্যাপকত্বমুক্ত্বা প্রসঙ্গাৎ সর্ব্বকালব্যাপকত্ব-মাহ ন পূর্ব্বং নাপি চাপরমিতি। যস্মাৎ প্রাক্ পশ্চাৎ কালৌ নস্তি ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ ব্যাপকেন ব্যাপ্যস্য বন্ধো ভবতি তচ্চাত্র বিপরীতমিত্যহ পূর্ব্বাপরমিতি। জগচ্চ য ইতি তচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ। ততশ্চ সম্পূর্ণেন জগতাপি তদ্বন্ধো ন সম্ভবেৎ কিং পুনর্জগদংশাংশভূতেন দাম্নেত্যর্থঃ। নচ সাকারত্বেন তস্য বিভুত্বং সম্ভবেদিতি বাচ্যং সাকারস্যৈব তস্যোদরে সর্ব্বজগত ইদন্তাস্পদস্য যশোদয়া দৃষ্টত্বাৎ। তর্হি সা কথং ববন্ধ তত্রাহ তং আত্মজং মত্বা অসাধারণবাৎসল্যপ্রেমবিষয়ীকৃত্যেত্যর্থঃ। তস্য প্রেমাধীনত্বাৎ বিভুত্বেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যৈব বন্ধনমিতি ভাবঃ। অব্যক্তং প্রেমবশ্যত্বাদেব প্রচ্ছন্নীভূত মহৈশ্বর্য্যং মর্ত্ত্যলিঙ্গং মনুষ্যাকারং তদপ্যধোক্ষজমতীন্দ্রিয়ম্। যথা প্রাকৃত বধ্নাতি তথৈব চিৎপুঞ্জমপি তং ববন্ধেত্যহো প্রেমবলং তস্যা ইতি ভাবঃ॥ বি॰ ১৩-১৪॥

১৩-১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যিনি নিজ মায়ারজ্জুর বন্ধনে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্যন্ত সব কিছু বন্ধন করে রেখেছেন সেই সর্বব্যাপক মহামহেশ্বরকে মা যশোদা নিজ প্রেমবলেই রেশমি রজ্জু দিয়ে বন্ধন করলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ন চান্তঃ ইত্যাদি দুটি শ্লোকে। বন্ধন ব্যাপারটাতো বহির্দেশ দিয়ে পরিবেষ্টনের দ্বারাই হতে পারে, এ তো সীমিত বস্তুতেই সম্ভব কিন্তু যার বিভুত্বগুণ থাকা হেতু বহির্দেশ নেই এবং এরই প্রতিযোগি হওয়ায় অন্তর্দেশও নেই, তার বিষয়ে রজ্জু স্থাপনই বা করা যাবে কোথায়—কিম্বা রজ্জু দ্বারা বেষ্টন করা যায় না, এরূপ ভাব সর্বদেশ ব্যাপকত্ব বলবার পর প্রসঙ্গক্রমে সর্বকাল ব্যাপকত্ব বলা হচ্ছে—'ন পূর্বং নাপি চাপরম্' ইতি। কাল অসীম প্রবাহমান—এতে পূর্বাপর নেই অর্থাৎ এতে আগে পরে নেই। আরও, অসীমই সসীমের বন্ধনী হতে পারে, এও এখানে বিপরীত দেখা যাচ্ছে—তাই দ্বিতীয় চরণে বলা হচ্ছে—পূর্বাপরং ইতি। যিনি জগতের পূর্বাপর বহির্দেশ ও অন্তর্দেশ। **জগচ্চয়ঃ**—এই জগৎ হল তাঁর শক্তি কার্য, শক্তি-শক্তিমানের অভেদার্থে বলা হল, 'জগৎও যিনি'। সুতরাং সম্পূর্ণ জগৎও তাঁর বন্ধনী হতে পারে না, জগতের অংশভূত রজ্জুর কথা আর বলবার কি আছে, নরাকার এই বালকের বিভু (সর্বব্যাপী) হওয়া সম্ভব নয়, এও বলতে পার না—কারণ এই বালকের সাকার অবস্থাতেই মা যশোদার কোলে তার উদর মধ্যে ইদন্তাস্পদ সর্বজগতের দর্শন হল মা যশোদার। তা হলে কি করে বাঁধলো, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—**আত্মজং মত্বা**—বাঁধলো, অসাধারণ বাৎসল্য প্রেমের বিষয়ীভূত করে। এই বালকের প্রেমবশ্যতা গুণ থাকায় বিভু হলেও তার অচিন্ত্য শক্তিতেই বন্ধন হয়, এরূপ ভাব। **অব্যক্তং**—প্রেমবশ্যতা গুণেই 'অব্যক্ত' প্রচ্ছন্নীভূত মহৈশ্বর্য **মর্ত্ত্যলিঙ্গং**—মনুষ্যাকার—তা হলেও **অধোক্ষজম্**—ইন্দ্রিয়ের অতীত। সেই ভাবে চিৎপুঞ্জ হলেও তাকে বাঁধলেন—এইরূপে মা যশোদার প্রেম-বল বলা হল॥ বি॰ ১৩-১৪॥

১৫। তদ্দামবধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা॥

১৫। অন্বয়ঃ কৃতাগসঃ (কৃতাপরাধস্য) দামবদ্ধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য (স্বসুতস্য) তৎ (দাম) দ্ব্যঙ্গুলোনং (অঙ্গুলীদ্বয়ংহ্রস্বং) অভূৎ তেন গোপিকা (যশোদা) অন্যৎ চ [দাম] সন্দধে (যোজয়ামাস)।

১৫। মূলানুবাদঃ বিকর্মকারী নিজ বালককে বাঁধতে গিয়ে গোপিকা যে রজ্জু নিলেন, তা দৈববশেই দু আঙ্গুল কম হল। তখন তিনি ঐ রজ্জুর সঙ্গে অন্য যে রজ্জু গেরো দিয়ে জুড়ে নিলেন তাও দু আঙ্গুল কম হল।

১৫। শ্রীজীব-বৈ০তোষণী টীকাঃ স্ব-শব্দেন কৃতাগস ইত্যনেন চ বন্ধনযোগ্যতোক্তা, শিক্ষায়াং পরবালকবদুপেক্ষানৌচিত্যাৎ। দ্ব্যঙ্গুলোনমিতি প্রথমায়া রজ্জ্বা দৈবাদ্দ্ব্যঙ্গুলোনত্বাৎ, উত্তরাসাঞ্চ তস্য লাল্যোচিত-হঠবত্তা-দর্শনেন তত্র দর্শিতানুভাবয়া তদ্বিভুতাশক্ত্যা তথৈব রক্ষণাৎ। কিঞ্চ, স্থিতেঽপি প্রেমণি বৈয়গ্র্যবিশেষতজ্জাত-তৎকৃপাবিশেষাভ্যাং দ্বাভ্যামূনত্বেন তদ্বশীকরণং ন স্যাৎ। অতএব 'দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে' (শ্রীভা০ ১০।৯।১৮) ইতি বক্ষ্যতে; ইতি দৈবী সূচনা। অন্যদামসন্ধানঞ্চ মাতা পুত্রয়োর্ভংসনরোদনে শ্রুত্বা আগতাভিঃ প্রতিবেশি-গোপীভিঃ পরিহাসেন তদর্পণাৎ॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ স্বার্ভকস্য বিকর্মকারী—নিজ বালকের এখানে 'স্ব' এবং বিকর্মকারী পদে বন্ধন যোগ্যতা বলা হল—যেহেতু শিক্ষা বিষয়ে পরবালকবৎ উপেক্ষা অনুচিত। **দ্ব্যঙ্গুল উনম্ ইতি**—প্রথম যে রজ্জুটি বালকের কোমরে লাগান হল, তা দৈবাৎ দু আঙ্গুল কমই পড়ে গেল—এর পর বার বার যত যত রজ্জুই নিয়ে আসা হল, তা সবই দু আঙ্গুল কম পড়তে লাগল। মা মনে করলেন—আমার পাল্য এই বালক তার সাধারণ স্বভাব বশেই বাঁধতে দিবে না, এই জেদ বশে যে চঞ্চলতা করছে, তাতেই ঠিক মতো রজ্জু ঘুরিয়ে বাঁধা যাচ্ছে না বলেই এরূপ হচ্ছে—কৃষ্ণের বিভুতা শক্তি মায়ের এই ভাবটিই রক্ষা করে চললেন,কৃষ্ণের কোমরের ঐ সাধারণ আকারের মধ্যেই সকলের অদৃশ্যভাবে আবির্ভূত হয়ে, কোমরটি গোট-পরা ছোট্ট আকারের থেকেই বিভু হল। সমস্ত বিরুদ্ধভাবের সমাহার কৃষ্ণেই সম্ভব। আরও, প্রেম থাকলেও বৈয়গ্র্যবিশেষ ও তজ্জাত কৃষ্ণকৃপা বিশেষের অভাবে কৃষ্ণবশীকরণ হল না এতক্ষণ। অতএব (শ্রীভা০ ১০।৯।১৮)—শ্লোকে বলা হল—"মায়ের পরিশ্রম দেখে কৃষ্ণ কৃপা করে নিজের বন্ধন স্বীকার করলেন।" এখানেই যমলার্জুনভঞ্জনরূপ দৈবী সূচনা হল। **অন্যদপি সন্দধে**—অন্য দামেরও যোজনা করলেন—মাতা পুত্রের ভর্ৎসন-রোদন শুনে পাড়া-প্রতিবেশী যারা এসে সেখানে জড় হয়েছিল তারাই পরিহাসে অন্যান্য দাম এনে দিল॥ জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ প্রেম্না সম্ভবিষ্যত্যপি তস্য বন্ধনে প্রথমং তদাকারস্য মাতৃক্রোড় পরিচ্ছিন্নস্যাপি বিভুত্বমাহ ত্রিভিঃ। তদ্দামেতি। সহচরৈঃ সহ খেলনং পরগৃহেষু দধিচৌর্য্যং চাবশ্যকং প্রাত্যহিকং কৃত্যং চিকীর্ষোর্মম বন্ধনং মা ভবদিতি তদিচ্ছায়াং জাতায়াং মৎপ্রভুং কা বরীয়াদিতি তদীয় সত্য-

১৬। যদাসীৎ তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্‌যদাদত্ত বন্ধনম্॥
১৭। এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি।
গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং স্ময়ন্তী বিস্মিতাভবৎ

১৬। **অন্বয়** ঃ যৎ (যদেবদাম) [গৃহীতং] তৎ অপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং (হ্রস্বং) আসীৎ তেন অন্যৎ অপি সন্দধে তৎ অপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং এবং যৎ যৎ বন্ধনং [দাম] আদত্ত (গৃহীতবতী) [সর্বমেব দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং জাতম্]।

১৬। **মূলানুবাদ** ঃ তার সঙ্গে পুনরায় অন্য রজ্জু যা জুড়লেন, তাও দুই আঙ্গুল কম হল—এইরূপে যত যত রজ্জু তিনি পর পর জুড়তে থাকলেন, তা সবই দু দু আঙ্গুল করে কম পড়তে থাকল।

১৭। **অন্বয়** ঃ এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধতি অপি বন্ধনাশক্তা] সুস্ময়ন্তীনাং (হাসং-কুর্ব্বতীনাং) গোপীনাং [সম্মুখে] স্ময়ন্তী (স্বয়মপিহাসং কুর্ব্বতী) বিস্মিতা অভবৎ।

১৭। **মূলানুবাদ** ঃ এইরূপে নিজগৃহের সমস্ত মন্থনরজ্জু এনে জুড়ে দিলেও ঐ দুই আঙ্গুল ফাঁক আর বন্ধ হল না, তখন ওখানে তামাসা দেখতে ভীড় করা গোপীগণ হাসতে থাকলে মা যশোদাও হাসতে লাগলেন ও বিস্মিত হলেন।

সঙ্কল্পনতাশক্ত্যা প্রেরিতা বিভুতাশক্তিঃ সহসৈব তদ্দেহে প্রাদুরভূদিত্যাহ; দ্ব্যঙ্গুলোনং দ্বাভ্যামঙ্গুলীভ্যান-পূর্ণম্। ততশ্চ তেন দাম্না সহ অন্যদ্দাম সন্দধে গ্রন্থিং দত্ত্বা জুগুম্ফেত্যর্থঃ॥ বি০ ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ প্রেমের দ্বারা তার বন্ধন সম্ভব হলেও, মায়ের কোলের অল্প পরিসর স্থান সীমিত হলেও প্রথমে এই ছোট্ট আকারের বিভুত্ব বলা হচ্ছে—তিন শ্লোকে তদ্দাম ইতি। সহচরগণের সঙ্গে খেলা ও পরগৃহে দধিচুরি—এইসব প্রাত্যহিক অবশ্য কর্তব্য কাজ করণে ইচ্ছুক আমার বন্ধন না হোক, এইরূপ ইচ্ছা বালকের জাত হলে—'আমার প্রভুকে কে বাঁধতে পারে' এইরূপ সত্যসঙ্কল্পলতা শক্তি দ্বারা প্রেরিতা বিভুতা শক্তি সহসাই তার দেহে প্রাদুর্ভূত হল। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**দ্ব্যঙ্গুলোনম্**—রজ্জুতে বেড় আসতে দুই আঙ্গুল কম পড়ে গেল। অতঃপর এই রজ্জুর সঙ্গে অন্য রজ্জু গেরো দিয়ে জুড়ে নিলেন॥ বি০ ১৫॥

১৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** ঃ যদিত্যস্যান্যদিত্যনেন পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যদ্‌যস্মাদিতি বা বধ্যতে অনেনেতি বন্ধনং দাম। যদ্‌যদা দত্তবন্ধনং, তৎ সর্ব্বমপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনমিতি পূর্ব্বৈণৈবান্বয়ঃ॥ জী০ ১৬॥

১৬। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ এই শ্লোকের 'যৎ' এর সহিত পূর্বের ১৫ শ্লোকের 'অন্যৎ'—এর সঙ্গে অন্বয় হবে—এতে অর্থ এরূপ হবে—অন্য যে সব রজ্জু। অথবা, 'যৎ' যেহেতু। **বন্ধনং**—'বন্ধনী' বন্ধন সাধন রজ্জু। রজ্জু (যদ্‌যদ্ + আদত্ত) অর্থাৎ যা যা এনে দিল তা সবই দু আঙ্গুল কম পড়ে গেল—এরূপে পূর্বের সঙ্গে অন্বয় হবে॥ জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বধ্যতেঽনেনেতি বন্ধনং দাম ॥ বি॰ ১৬॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বন্ধনম্—এর দ্বারা বাঁধা হয়—এইরূপে অর্থ এল বন্ধনদাম ॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা ঃ সুষ্ঠু স্ময়ন্তীনাং স্ময়মানানামপি গোপীনাম্। অনাদরে ষষ্ঠী। অতিনির্ব্বন্ধেন সন্ধীয়মানেঽপি মুহুর্বন্ধনে রজ্জূপর্য্যায়ৈরপর্য্যবসিতে পরমাশ্চর্য্যেণ যচ্চ তাসাং সুস্মিতং, তদপ্যনাদৃত্যেত্যর্থঃ। স্বগেহে যানি দামানি মন্থনেত্রাণি তানি সর্ব্বাণ্যপি সন্দধতী সতী; যদ্বা, সন্দধতী বন্ধনাভিনিবেশেন সন্ধানং কুর্ব্বত্যপ্যভবৎ। সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী। গোপীষু সুস্ময়ন্তীষু সতীষু স্বয়মপি স্ময়ন্তী বিস্মিতাপ্যভবৎ। অতোঽস্মিন্ দিনে সপুত্রা শ্রীরোহিণ্যপি শ্রীমদুপনন্দাদিগৃহে নিমন্ত্রিতৈব গতাসীদিতি গম্যতে, অন্যথা সা ন্যবারয়িষ্যদিতি ॥ জী॰ ১৭॥

১৭। শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ ঃ গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং—অনাদরে ষষ্ঠী 'গোপীনাং' —প্রতিবেশী গোপীরা মা যশোদাকে বলছিলেন, ছেড়ে দেওনা একে এখন—অনেক তো করলে, এ এমন কি দোষ করেছে—ছেলে পেলেরা এতো করেই থাকে—গোপীদের এই সব কথা 'অনাদর' করে মা যশোদা জেদের বশে বাঁধবারই চেষ্টা করতে লাগলেন—এই গোপীগণ তখন যশোদার কাণ্ড দেখে খুব হাসাহাসি করতে লাগলেন। মা যশোদার অত্যন্ত জেদ বশতঃ বার বার আনা রজ্জু জুড়ে জুড়ে বার বার বাঁধবার চেষ্টাতে অপরিমিত রজ্জুও কম পড়ে যাচ্ছে দেখে গোপীগণ অত্যন্ত আশ্চর্যের সহিত পরস্পর খুব হাসাহাসি করতে লাগলেন—আর মা যশোদাকে বার বার বলতে লাগলেন—অহো যা অবস্থা দেখছি তুমি একে কিছুতেই বাঁধতে পারবে না—এর মধ্যে কিছু রহস্য থাকা সম্ভব—মা এদের কথা অনাদর করে বাঁধতেই থাকলেন—এখানেও অনাদরে ষষ্ঠী। **স্বগৃহদামানি**—নিজের ঘরের দাম সমূহ—ঘরে মন্থন নেতা যা কিছু ছিল, তা সব কিছুই পর পর জুড়তে লাগলেন। অথবা, সপ্তমী অর্থে ষষ্ঠী—'গোপিনাং—গোপিষু'—প্রতিবেশী গোপীরা হাসতে থাকলে মা যশোদাও হাসতে লাগলেন আশ্চর্যও হলেন।

বালকের উপর এতটা জুলুম চলছে—কাজেই বুঝা যাচ্ছে এ-দিন শ্রীরোহিণী বলদেবকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীমৎ উপনন্দাদি গৃহে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন, অন্যথা তিনি নিবারণ করতেন ॥ জী॰ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ গোপীনাং গোপীষু প্রতিবেশি পুরন্ধ্রীষু সুস্ময়মানাসু সতী বিস্মিতেত্যহো মুষ্টিপরিমিতমস্যোদরং শতহস্তপরিমিতেন দাম্নাপি ন বেষ্টাতে। তত্রোদরং তিলমাত্রমপি ন বিপুলীভবতি, দামাপ্যঙ্গুলিমাত্রমপি ন ন্যূনীভবতি, তদপি বেষ্টনং ন পূর্য্যত ইত্যেকো বিস্ময়ঃ। প্রতিবারমেব বেষ্টনে দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতৈব নতু ত্র্যঙ্গুল চতুরঙ্গুলাদি ন্যূনতেতি দ্বিতীয়শ্চ বিস্ময়ঃ ॥ বি॰ ১৭॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ গোপীনাং—সপ্তমী অর্থে ষষ্ঠী—প্রতিবেশী পুত্রবতী রমণীগণ খুব হাসাহাসি করতে থাকলে। **বিস্মিত ইতি**—মা যশোদা বিস্মিত হলেন। অহো মুষ্টি পরিমিত আমার পুত্রের উদর শতহস্ত পরিমিত রজ্জুতেও ঘের আসছে না—এখানে উদরও তিলমাত্রও বিরাট হতে দেখা যাচ্ছে না, রজ্জুও অঙ্গুলি মাত্রও যে কমে যাচ্ছে, তাও নয়—তা হলেও ঘেরে কিন্তু কুলোচ্ছে না। ইহা একটি বিস্ময়। ঘের দিতে গেলে প্রতি বারই দু আঙ্গুলই কম হয়, তিনও হয় না চারও হয় না—ইহাই দ্বিতীয় বিস্ময় ॥

১৮। সমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥

১৮। অন্বয়ঃ স্বিন্নগাত্রায়াঃ (ঘর্মাক্তকলেবরায়াঃ) বিস্রস্তকবরস্রজঃ (পতিতা কেশবন্ধনস্থমাল্যং যস্যাঃ তস্যাঃ) স্বমাতুঃ পরিশ্রমং দৃষ্ট্বা কৃপয়া কৃষ্ণঃ স্ববন্ধনে আসীৎ।

১৮। মূলানুবাদঃ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ মায়ের গা ঘামতে ও কেশপাশের মালা খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে দেখে তাঁর পরিশ্রম বুঝতে পেরে কৃপায় নিজের বন্ধন নিজেই স্বীকার করলেন।

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ সঃ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষকলীলঃ; স্বেতি পাঠে শ্রীকৃষ্ণস্যাপি তস্যাং স্নেহাধিক্যং বোধয়তি; অতএব কৃপয়া মাতৃদুঃখদর্শনাক্ষমতয়া স্ববন্ধনে দুর্ঘটেঽপ্যাসীৎ। মাতৃ-শব্দেন তদ্বাৎসল্যমেব মূলং কারণমিত্যুক্তম্। লাল্যস্বভাবজাতং হঠবত্তাং পরিত্যজ্য ধৃতায়াং কৃপায়াং তদ্বিভুত্বশক্তে রজ্জুঃ প্রতি কিঞ্চিদৌদাসীন্যেন দ্বিতীয়য়ৈব তয়া সংবদ্ধো বভূব, অন্যাস্তু ব্বরিতা এবেত্যর্থঃ। পরিশ্রমশ্চ কলভস্যেব বলবতস্তস্য গ্রহণেন রজ্জু সন্ধানাদিনা চ॥ জী০ ১৮॥

১৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ 'স' এইরূপ পাঠে, **স কৃষ্ণঃ**—'সঃ'—স্বয়ং ভগবান্ : 'কৃষ্ণঃ' সর্বচিত্তাকর্ষক লীল। 'স্ব' এইরূপ পাঠে, **স্ব মাতুঃ**—নিজ মাতা যশোদার—শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাতাতে স্নেহাধিক্য ব্যঞ্জিত হয়েছে এই 'স্ব' পদে। অতএব **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক—মাতৃদুঃখ দর্শনে অক্ষমতা হেতু, **আসীৎ স্ববন্ধনে**—নিজ বন্ধন স্বীকার করলেন, দুর্ঘট হলেও। এখানে 'মাতৃ' 'মা' শব্দের ধ্বনি হল—মা যশোদার বাৎসল্যই এই বন্ধনের মূল কারণ। লাল্য স্বভাবজাত হঠবত্তা পরিত্যাগ করে কৃপা ধারণ করলে তাঁর বিভুত্ব শক্তির রজ্জুর প্রতি কিঞ্চিৎ উদাসীন ভাব এলে দ্বিতীয় রজ্জুটি দ্বারাই সংবদ্ধ হয়ে গেল যশোদা নন্দন—অন্যগুলি সব বেশী হয়ে পড়ে থাকল। **দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং**—পরিশ্রম দেখে—হস্তিশাবকের মতো বলবান্ তাকে ধরে রাখতে এবং রজ্জু সন্ধানাদিতে পরিশ্রম॥জী১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ ততশ্চাহো মণিময়ানতিদীর্ঘকিঙ্কিণীবেষ্টিতাবলগ্নস্যাস্য গৃহস্থিতসর্ব্বদামভিরপি যদ্বন্ধনং ন নিষ্পাদ্যতে তদস্য শুভং, যৎ বালকস্য ললাটপত্রে বিধাত্রা বন্ধনং ন লিখিতমিত্যনুমীয়তে তদিত উত্তমাং "প্রিয়সখি যশোদে বিরম্যতাম্" ইতি পুরস্ত্রীজনপ্রবোধিতয়াপি যশোদয়াদ্য সন্ধ্যাপর্য্যন্তমপ্যেতদগ্র্যামস্থৈরপি দামভির্গ্রথিতৈরেতদুদরস্যাবধিরধিজিগনিষণীয় ইতি প্রৌঢ়বাদবত্যা পুত্রাভিমত্যা পরমেশ্বর বন্ধনোদ্যমে হ্যপরিত্যক্তে সতি ভক্তভগবতোর্মধ্যে ভক্ত হঠ এব তিষ্ঠেদিত্যতো মাতুঃ শ্রমমালক্ষ্য মাতৃবৎসলো ভগবানেব স্বহঠং তত্যাজেত্যাহ;—স ইতি স্বমাতুরিতি চ পাঠঃ। কৃপয়েতি সর্ব্বশক্তি চক্রবর্ত্তিনী পরমভাস্বতী কৃপা ভগবচ্চিত্তং নবনীতমিব বিদ্রুতীকৃত্য তত্র স্বয়ং প্রাদুর্ভূয় পূর্ব্বোদ্ভূতে সত্যসঙ্কল্পতা বিভুতাশক্তী তত্র সহসৈবান্তর্দ্ধাপয়ামাসেত্যর্থঃ। অত্র পরিশ্রমমিতি কৃপয়েত্যাভ্যাং দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা সমাহিতা ভক্তনিষ্ঠা ভজনোত্থা শ্রান্তিস্তদ্দর্শনোত্থা স্বনিষ্ঠা কৃপাচেতি দ্বাভ্যামেব ভগবান্ বদ্ধো ভবেৎ। তে দ্বে যাবন্নাভূতাং তাবদ্ব্যঙ্গুল

১৯। এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥

১৯। অন্বয় ঃ অঙ্গ (হে পরীক্ষিৎ) যস্য (কৃষ্ণস্য) সেশ্বরং (লোকপালাদি সহিতং) ইদং (জগৎ) বশে (বশীভূতমেব বর্ত্ততে) স্ববশেনাপি (পরমস্বতন্ত্রেণাপি) কৃষ্ণেন হরিণা (সর্ব্বমনোহরেণ) এবং হি ভৃত্য-বশ্যতা সন্দর্শিতা (সম্যগেব প্রদর্শিতম্)।

১৯। মূলানুবাদ ঃ হে রাজন্! মহেশ্বরের সহিত এই নিখিল বিশ্ব যাঁর অধীন সেই স্বতন্ত্র মনোহর শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নিজভক্তবশ্যতা সম্যক্‌রূপে দেখালেন।

ন্যূনতা আসীৎ। তয়োরুদ্ভূতয়োস্তু বন্ধোঽভূদিতি প্রেম্না স্ববন্ধন-প্রকার স্বমাতরি স্বয়মুদাহৃতো ভগবতেতি জ্ঞেয়ম্॥ বি০ ১৮॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ 'অহো গৃহস্থিত অতি দীর্ঘ সব দামেও যখন এর কিঙ্কিণী বেষ্টিত কোমরের বন্ধন নিষ্পন্ন হল না তখন অনুমান করা যাচ্ছে, এ-বালকের ভাগ্য শুভ, বিধাতা এর কপালে বন্ধন যোগ লেখে নি, তাই বলছি শোন হে যশোদে, এ উদ্যম থেকে বিরমিত হও'—পুরস্ত্রীগণ এইরূপ জ্ঞান দিলেও—আজ সন্ধ্যাও যদি হয়ে যায়, গ্রামের সমস্ত রজ্জুও যদি জুড়তে হয় জুড়ে যাব, তবুও এর উদরের পার কোথায় একবার জানতে হবে, এরূপ ইচ্ছায় জেদ ধরলেন মা যশোদা। এইরূপ জেদের বশে পুত্রমঙ্গলবশা মা যশোদা যদি পরমেশ্বরের বন্ধন-উদ্যম ত্যাগ করলেন না, তখন ভক্ত ভগবানে হঠ আরম্ভ হয়ে গেল। অতঃপর মায়ের পরিশ্রম দেখে মাতৃবৎসল ভগবানই নিজের হঠ ত্যাগ করলেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'স ইতি'। 'স্ব মাতুঃ' পাঠও আছে॥ বি০ ১৮॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ নন্বু পূর্ণত্বং পরমেশ্বরত্বঞ্চ সাধিতং তথা বুভুক্ষাতৃপ্ত্যভাবঃ কোপশ্চৌর্য্যভয় পলায়নং বলাদ্গ্রহণং রোদনং বন্ধনঞ্চ বর্ণিতম্, তত্তদপ্যান্তরত্বেন রহস্যত্বেন ভবতামপি রসহেতু ত্বেন তাত্ত্বিকমেবাধিগম্যতে, ততঃ কথমিব তাদৃশে তত্তদিতি উচ্যতে—সত্যং, তত্র গুণৈঃ পূর্ণত্বমীশ্বরত্বঞ্চ বর্ত্ততে, তথাপি ভক্তানুগ্রহস্ত্ববশ্যং মন্তব্যঃ যং বিনা ন তে কস্যাপি সুখকরা ভবন্তি, অকোমলহৃদয়ত্বেনারোচমানত্বাৎ, ততস্তেষাং গুণত্বমপি হীয়তে; জনসুখহেতবো ধর্ম্মা হি গুণাঃ, স্বতশ্চ নির্দ্দয়তারূপো দোষ এব; ন চ তস্মিন্ন সম্ভবতি, সাধারণত্বাপাতেনানৈশ্বর্য্যাৎ; 'অয়মাত্মাপহতপাপ্মা' (শ্রীছা০ ৮।১।৫), 'এষ উ এব বামনীঃ বামানি সর্ব্বাণ্যভিযন্তি' ইতি (শ্রীছা০ ৪।১৫।৩) শ্রুতেঃ। তস্মাৎ সর্ব্বেষাং গুণত্ব সাধকো দোষান্তর-বিরোধী চ স এব মুখ্যো গুণো মন্তব্যঃ। যথৈব ষষ্ঠে পুংসবন-ব্রতপ্রসঙ্গে স এবাদৌ পঠিতঃ—'যথা ত্বং কৃপয়া ভৃত্যা তেজসা মহিমৌজসা। জুষ্ট ঈশগুণৈঃ সর্ব্বৈস্ততোঽসি ভগবান্ প্রভুঃ॥' (শ্রীভা০ ৬।১৯।৫) ইতি। স চ ভক্ত্যনুরূপ এব ন্যায্যঃ, ন্যূনত্বে দোষস্য তদবস্থত্বাৎ। তত্র যদি সর্ব্বতোভাবেন নিরুপাধি-তদ্বশতাময়ী ভক্তিঃ স্যাত্তর্হি তস্যাপি তদ্বশত্বপর্য্যন্ততা যুক্তা, ন চ চৈবমৈশ্বর্য্যং হীয়তে, অন্যত্র জাগরূকত্বাৎ; যথা বদ্ধস্যাপি বক্ষ্যমাণয়োর্নল-কূবর-মণিগ্রীবয়োঃ। কিঞ্চ, প্রত্যুত তেন গুণেন সর্ব্বাকর্ষণাৎ দ্বিগুণীভূয়ৈবৈশ্বর্য্যবৃদ্ধিঃ স্যাৎ; অতো ভক্তবশ্য-

তাপ্যাবশ্যকতা; তথা চ শ্রীবৈকুণ্ঠদেবেন স্বয়মপ্যুক্তম্ 'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥' (শ্রীভা০ ৯।৪।৬৩) ইত্যাদি। অত্র সাধুভিরিতি তদগ্রস্তহৃদয়ত্বে হেতুঃ—সাধুষু প্রোজ্ঝিতকৈতবেষু মমাপি নিষ্কৈতবতায়া এবং যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। অতঃ সা চ বশতা তদনুকূলতান্তর্বহি-রীহাময্যেব স্যাদিতি তদ্ভাবভাবিত-বাল্যাদিভাবত্বাদ্যুক্তৈব তস্যাপি তত্তদ্ভাবিতা ইতি; অতস্তাদৃশস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশং ভাবং তাত্ত্বিকমেব মত্বা বিস্ময়ানন্দাভ্যাং শ্রীকুন্তীদেব্যপি মুমোহ; যথা তদ্বাক্যম্—'গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্,যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্। বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য, সা মাং বিমোহ-য়তি ভীরপি যদ্বিভেতি॥' (শ্রীভা০ ১।৮।৩১) ইতি। তদেতদভিপ্রেত্যাহ—এবমুক্তপ্রকারেণ দর্শিতা, তত্রাপি সম্যক্ অন্যত্র বন্ধনপর্য্যন্তমমতা-বিলাসাস্পদত্বাভাবাৎ। অঙ্গেতি প্রেম সম্বোধনে; হি নিশ্চয়ে; হরিণেতি তথা ভক্তানাং মনোহরণাৎ। স্ববশেন স্বতন্ত্রেণাপি, যতঃ কৃষ্ণেন স্বয়ংভগবতেত্যর্থঃ। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—যস্যেতি॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ পূর্বপক্ষ. এই বালকের পূর্ণত্ব পরমেশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তথা ক্ষুধা-তৃপ্তি-অভাব ক্রোধ-চুরি-ভয়-পলায়ন-বলাৎকারে মায়ের দ্বারা ধরা-রোদন এবং বন্ধন বর্ণিত হয়েছে। সেই সেই ব্যাপার আন্তরিক গূঢ় তাৎপর্যময় হওয়া হেতু এইসব কর্ম রসাবহ বলে আপনারও পারমার্থিক সত্য রূপেই জানা আছে। তাই বলছি আত্মারাম-নিত্যতৃপ্ত-শুদ্ধসত্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের এই লীলায় প্রকাশিত ক্ষুধা, অতৃপ্তি ক্রোধ ইত্যাদির সামঞ্জস্য কি করে করা যায়? এরই উত্তরে—ঠিকই, শ্রীভগ-বানের অনন্ত গুণের মধ্যে পূর্ণতা ও ঈশিতা গুণ নিত্য স্থিত, তথাপি এরই মধ্যে ভক্তের প্রতি অনু-গ্রহরূপ যে বিশেষ গুণ, তা তাতে অবশ্য স্বীকার্য, যা বিনা শ্রীভগবানের অনন্ত গুণরাশি কারুরই সুখকর হতে পারে না—অকোমল হৃদয়-স্বভাব রুচিকর না হওয়া হেতু ঐসব গুণের গুণত্বও আর থাকে না অন্যের কাছে। স্বভাব যদি জনসুখের কারণ হয় তবেই তা হয় গুণ—আর নির্দয়তারূপ স্বভাব দোষ। দোষ শ্রীভগবানে সম্ভব নয়—ঐশ্বর্যহীনতায় সাধারণ ভাব এসে যাওয়াতে। সুতরাং অন্য সমস্ত গুণের গুণত্ব সাধক এবং দোষান্তর বিরোধি ভক্তানুগ্রহ গুণই মুখ্য গুণ বলে স্বীকার্য। এ কথা আগেই শ্রীশুকদেব বলে রেখেছেন, যথা—"হে ঈশ আপনি যেরূপ কৃপাশক্তি দ্বারা সেবিত সেইরূপই ঐশ্বর্য, তেজ, মহিমা, বল এবং অন্যান্য নিখিল ঈশ গুণের দ্বারা সেবিত—অতএব আপনি ভজনীয় ভগবান্"।—শ্রীভা০ ৬।১৯।৫)। [(শ্রীবিশ্ব টীকা ৬।৯।৫)—"আপনি কৃপা শক্তি দ্বারা সেবিত হয়ে ভক্তদত্ত তুলসীপত্র মাত্রেরও অপেক্ষমান। আমি আজ ক্ষুধার্ত কিছু খেতে দেও, এইরূপে ভক্তের নিকট যাচমান – অপূর্ণকামও হন।"]

এই ভক্তানুগ্রহও বা ভক্তের প্রতি কৃপাও ভক্তি অনুরূপ হওয়াই সমীচীন। কম হলে দোষ এসে যায়, সেই-রূপই অবস্থিতি হেতু এই ভক্তি যদি সর্বতোভাবে নিরুপাধি ও কৃষ্ণবশ্যতাময়ী হয়, তবে সেই ভক্তের প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহও বশ্যতা পর্যন্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত—এতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যেরও কোন হানী হয় না, কারণ তৎকালেই উহা অন্যত্র জাগরুক থাকে, যথা মায়ের দ্বারা কোমরে বদ্ধ অবস্থাতেই বক্ষ্যমান বিশালযমলার্জুন ভঞ্জনপ্রসঙ্গে নলকুবেরমনিগ্রীবের উদ্ধার প্রসঙ্গে ঐশ্বর্য প্রকাশ। আরও,ভক্তানুগ্রহ গুণে সর্বাকর্ষণ হেতু ঐশ্বর্য

দ্বিগুণ ভাবে উচ্ছলিত হয়েই উঠে। অতএব ভক্তবশ্যতারও আবশ্যকতা আছে। এই ভক্তবশ্যতার কথা বৈকুণ্ঠদেবও স্বয়ম্ বলেছেন, যথা—"হে দ্বিজ! আমি ভক্ত-পরাধীন। স্বতন্ত্র হলেও স্বেচ্ছায় ভক্তপরতন্ত্রী হই। আমার হৃদয় উত্তম ভক্তগণের দ্বারা বশীকৃত, এমন কি এই ভক্তগণের প্রিয়জনদের দ্বারাও বশীকৃত"—(শ্রী ভা০ ৯।৪৬৩)। এখানে 'সাধুভিঃ' পদটি শ্রীভগবানের বশীকৃত হওয়ার হেতু। 'সাধু' পদে তাদেরই বোঝা যায়, যাঁরা ধর্মার্থ কাম মোক্ষ সব উপাধি নির্মুক্ত। মোক্ষ পর্যন্ত সমস্ত বাসনা মুক্ত নিষ্কৈতব ভক্তগণের প্রতি আমারও নিষ্কৈতবই হওয়া সমীচীন। অতঃপর সেই যে ভক্ত বশ্যতা, তা ঐ ভক্তের অনুকূল অন্তর্বহি চেষ্টাময়ীই হয়ে থাকে—অতএব বাৎসল্যভাবময়ী মা যশোদার ভাবের অনুকূলেই কৃষ্ণেরও সেই সেই বাল্যভাবে ভাবিত হয়ে ক্ষুধা অতৃপ্তি-ক্রোধ-চৌর্য ইত্যাদি ভাবময়ী লীলা করাই সমুচিত। অতএব কৃষ্ণের তাদৃশ ভাব মুগ্ধ বালোচিত হলেও তা অভিনয় মাত্র নয়, সত্য, ইহা কৃষ্ণের মনেরই ভাব; তাই শ্রীকুন্তিদেবী মোহিত হলেন, যথা তাঁর বাক্য—"স্বয়ং ভয়ও যাঁর ভয়ে ভীত, সেই ভগবানই আজ মা যশোদার অঞ্চলের নিধি, দুষ্টুমির জন্য বাঁধা পড়ে ভয়ে ভীত হয়ে বদন কমল নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, বিন্দু বিন্দু কাজল ধোয়া নয়ন জল গাল বেয়ে পড়ছে। কি অপূর্ব মাধুর্য বিকসিত। সেই দৃশ্যের স্মরণে আমার মন মোহিত হচ্ছে।"

সুতরাং এই অভিপ্রায় করে শ্রীশুকদেব এখানে বলছেন—এবং ইত্যাদি। **এবং**—উক্ত প্রকারে **সন্দর্শিতা**—হরি দ্বারা ভক্ত বশ্যতা দেখান হল। শুধু দেখান নয় সম্যক্ প্রকারে দেখান হল—কোমরে বন্ধন পর্যন্ত স্বীকার করে—ব্রজের বাইরে অন্যত্র এতদূর পর্যন্ত ভক্তবশ্যতা হয় না, কারণ বন্ধন পর্যন্ত করার মতো মমতার বিলাসপাত্র অন্য কোথাও নেই।

অঙ্গ—রাজা পরীক্ষিতের প্রতি প্রেমে সম্বোধন করলেন হে অঙ্গ! **হি**—নিশ্চয়। **হরি**—এই পদের ব্যঞ্জনা হল, এই লীলা দ্বারা ভক্তকুলের মনোহর তিনি। **স্ববশেনাপি**—স্বতন্ত্র হলেও। **কৃষ্ণেন**—এই পদের ধ্বনি—যেহেতু তিনি স্বয়ংভগবান্ সর্বসমর্থ। 'যস্য' ইত্যাদি পদে সেই কথাই প্রকাশ করা হচ্ছে॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ভগবতঃ পরমপারমৈশ্বর্য্যে সত্যপি প্রেমবশ্যতা নিবন্ধনং বন্ধনমিদং পরমচমৎকারিত্বাদ্ভূষণমেব নতু দূষণমিত্যাহ;—এবং হরিণা স্বস্য আত্মারামত্বেইপি বুভুক্ষয়া, পূর্ণকামত্বেইপ্যতৃপ্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপত্বেইপি কোপেন, স্বারাজ্যলক্ষ্মীবত্বেইপি চৌর্য্যেণ। মহাকাল যমাদিভয়দত্বেইপি ভয়পলায়নাভ্যাং মনোঽগ্রযানত্বেইপি মাত্রা বলাদগ্রহণেন আনন্দময়ত্বেইপি দুঃখরোদনেন, সর্ব্বব্যাপকত্বেইপি বন্ধনেন, ভক্তবশ্যতা স্বাভাবিক্যেব স্বস্য সম্যক্ দর্শিতা। অজ্ঞান্ প্রতিদর্শনায় উপযোগাভাবাৎ ব্রহ্মভবসনৎকুমারাদীন বিজ্ঞানমপ্যতিচমৎকারং প্রাপয্যানুভাবিতেতি নেদমনুকরণমাত্রত্বেন ব্যাখ্যেয়ং। "দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভক্তবশ্যতাম্" ইত্যত্র তদ্বিদামিতি প্রয়োগাদিতি ভাবঃ। স্ববশেন স্বাধীনেনাপি। নন্থ তর্হি কুতঃ স্বাধীনত্বং? তত্রাহ;—যস্যেতি। চিচ্ছক্তিসারভূতেন প্রেম্নৈব তস্যানন্দাতিশয়ার্থমেব ভক্তবশ্যত্বং নিষ্পাদ্যত ইতি প্রাক্ প্রপঞ্চিতং॥ বি০ ১৯॥

২০। নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥

২০। অন্বয় ঃ বিমুক্তিদাৎ (ভজতাং মুক্তিপর্য্যন্তমেব প্রদানশীলাৎ কৃষ্ণাৎ) গোপী (যশোদা) যৎ প্রসাদং প্রাপ (লব্ধবতী) তৎ ইমং(প্রসাদং) ন বিরিঞ্চঃ (ব্রহ্মা) ন ভবঃ(শিবঃ) ন অঙ্গসংশ্রয়া (বিষ্ণুবক্ষোবাসিনী) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) অপি ন লেভিরে (লব্ধবন্তঃ)।

২০। মূলানুবাদ ঃ প্রেমদাতা কৃষ্ণ থেকে গোপী যশোদা যে অনির্বচনীয় প্রসাদ পেলেন, তা ব্রহ্মাশিব-লক্ষ্মীদেবীও পায় নি, পায় নি, পায় নি।

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পরম পারমৈশ্বর্য থাকলেও শ্রীভগবানের এই প্রেমবশ্যতা নিবন্ধন বন্ধন পরম চমৎকারিতা হেতু ভূষণই, দূষণ নয় শ্রীভগবান্ নিজস্ব ভাবে—আত্মারাম হলেও ক্ষুধায় কাতর হন, পূর্ণকাম হলেও তাঁর অতৃপ্তির ভাব আসে, শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ হলেও ক্রুদ্ধ হন, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীপতি হলেও চুরি করেন, মহাকাল যমাদির ভয়দাতা হয়েও ভয়ে পলায়ন করেন, মনযানে দ্রুত চললেও মায়ের বলাৎকারে ধরা পড়েন, আনন্দপুঞ্জ হয়েও দুঃখে রোদন করেন এবং সর্বব্যাপক হয়েও বন্ধনে সীমিত হন—মা যশোদার নিকট এইসব ভাবের প্রকাশে কৃষ্ণ নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভক্তবশ্যতা-ভাব সম্যক্‌রূপে দেখালেন। ইহা অনুকরণ মাত্র বলে ব্যাখ্যা করা যাবে না, কারণ ইহা অজ্ঞান প্রসূত বলে প্রমাণের অভাব এবং ব্রহ্মা শিব সনৎকুমার প্রভৃতি এ বিষয়ে অনুভবের সহিত জ্ঞান লাভ করে অতিচিত্তচমৎকারিতা প্রাপ্ত হন। যথা,—"শ্রীকৃষ্ণ জগতে ব্রহ্মাদি ঐশ্বর্য জ্ঞানপর ভক্তগণের নিকটে নিজের ভৃত্যাধীন ভাব প্রকাশ করেন"—(শ্রীভা০ ১০।১১।৯)। **স্ববশেনাপি**—স্বাধীন হলেও। এখানে স্বাধীনতা কোথায় দেখতে পেলে? এর উত্তরে, **যস্য ইতি**—চিৎশক্তি সারভূত প্রেমের দ্বারাই কৃষ্ণের আনন্দাতিশয়, সে জন্যই কৃপা শক্তি ভক্তবশ্যতা-ভাব নিষ্পাদিত করে থাকে—এইরূপে ইহা প্রাক্ প্রপঞ্চিত॥ বি০ ১৯॥

২০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ সম্যক্‌ত্বমেবাভিব্যঞ্জয়ন্ যন্নিমিত্তমেকদা গৃহদাসীষ্বিত্যাদিকমুদাহর্ত্তুমারব্ধং, তস্য 'নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্' (শ্রীভা০ ১০।৮।৪৬) ইত্যাদি-প্রশ্নস্য তাত্ত্বিকং সিদ্ধান্তমাহ—নেমমিতি দ্বাভ্যাম্, বিরিঞ্চো ভক্তাদিগুরুঃ, ভবো বৈষ্ণবানাং দৃষ্টান্তরূপঃ, লক্ষ্মীর্নিত্যপ্রেয়সী চ, সা তু বিশেষতোঽঙ্গসংশ্রয়া তদ্বক্ষোনিবাসাপি প্রসাদং তত্তন্মহাভক্তিরূপং লেভিরে এব। কীদৃশাদপি? 'মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্' (শ্রীভা০ ৫।৬।১৮) ইত্যুক্তদিশা প্রায়ো মুক্তিমাত্রপ্রদাতুরপি, কিন্তু গোপী শ্রীযশোদা গোপেশ্বরী যত্তদনির্ব্বচনীয়ং প্রসাদ শব্দেনাপি বক্তুং শঙ্কনীয়ং কিমপি প্রাপ, তদ্রূপমিমং পূর্ব্বোক্তং প্রেমপরিপাকরূপং প্রসাদং, তথাপ্যনন্তবিষয়ত্বাত্তচ্ছব্দবাচ্যং ন বিরিঞ্চঃ প্রাপঃ, ন ভবঃ প্রাপ, ন শ্রীরপি প্রাপেত্যর্থঃ; যদ্বা, গোপী যত্তৎ প্রাপ, তদ্রূপমিমং বিরিঞ্চাদয়ো ন লেভিরে, ন লেভিরে ন লেভিরে ইত্যর্থঃ; নঞ্ত্রয়বশেন ক্রিয়াবৃত্তিঃ। অঙ্গসংশ্রয়েতি সর্ব্বতঃ প্রেয়স্যা অপি তস্যাস্তদঙ্গসংশ্রয়ত্বেনাত্ম-বিষয়ক-তদীয়তা মুখ্যা, তস্মিন্ মমতা তু তদনুগতা, সা চ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-সংভ্রান্তা। অস্যাস্তু স্বপ্রধানৈব মমতা ভাবান্তরাক্ষুভিতা চ,

মদেকগতিতয়া মদেক-কর্ত্তব্যহিততা-ভাবনা চাধিকেতি তৎপ্রসাদাধিক্যমিতি, কিং বক্তব্যং তদীয় এব স ইতি; তস্মাদ্ব্রহ্মণো বরেণ তৎপ্রাপ্তির্ন সম্ভবতি, যঃ স্বয়মেব ইদং প্রার্থয়ত এব—'তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং, যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্' (শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৪) ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** নন্দ-যশোদা কি এমন ভাগ্য করেছিল যাঁর জন্যে শ্রীহরির এত পিপাসা তাদের বাৎসল্যরস আস্বাদনে—এত বশীভূত তাঁদের যে মা যশোদার ভৎর্সনা শুনে ভয়ে কাঁদেন,রজ্জু বন্ধন স্বীকার করেন ? ইত্যাদি প্রশ্নের যথার্থ সিদ্ধান্ত বলা হচ্ছে—নেমং ইতি দুইটি শ্লোকে। **বিরিঞ্চো**—ব্রহ্মা-ভক্তের আদিগুরু। **ভবো**—শিব বৈষ্ণবগণের দৃষ্টান্তরূপ। এবং **লক্ষ্মী**—নিত্যপ্রেয়সী —লক্ষ্মী তো বিশেষ করে **অঙ্গসংশ্রয়**—তাঁর বক্ষো নিবাসিনী হয়েও **প্রসাদং**—সেই সেই মহাভক্তিরূপ প্রসাদ **ন লেভিরে**—প্রাপ্ত হয় নি। কিদৃশ দাতা থেকে যশোদা পেলেন ? এরই উত্তরে—"সেই দাতা মুক্তি দান করলেও কখনও ভক্তিযোগ দান করেন না"—(শ্রীভা০ ৫।৬।১৮)। এই শ্লোকানুসারে তিনি প্রায় মুক্তিমাত্র প্রদাতা হয়েও—কিন্তু **গোপী**—শ্রীযশোদা গোপেশ্বরী **যত্তৎ**—'যৎ+তৎ' যা পেল, তা অনির্বচনীয়—একে 'প্রসাদ' শব্দে বলতেও শঙ্কা হয়, তাই বলা হল—'কিমপি' কোনও অনির্বচনীয় বস্তু। ইহা পূর্বে যে বলা হল (কোমরে বন্ধনাদি বশ্যতা স্বীকার প্রভৃতি) সেইরূপ প্রেমপরিপাক প্রসাদ—তথাপি অনন্য বিষয় স্বরূপ হওয়াতে 'তৎ' শব্দ বাচ্য। ইহা শিব পায় নি, ব্রহ্মা পায় নি, শ্রীলক্ষ্মীদেবীও পায় নি।

অথবা, গোপী যে অনির্বচনীয় বস্তু পেল সেইরূপ এই ব্রহ্মাদি পায় নি,পায় নি, পায় নি—'না'টা তিনবার বলাতে প্রাপ্তির অভাবের আতিশয্য প্রকাশ করা হল—অর্থাৎ পাওয়া যো যায় না, তা অকাট্য সত্য। **অঙ্গসংশ্রয়া ইতি**—সর্ব ভাবে প্রেয়সী হলেও শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের বক্ষবিলাসিনী হওয়াতে তার প্রেমটি হল তদীয়তাময়ী প্রেম—আমি শ্রীভগবানের এরূপভাব। এখানে শ্রীভগবানে মমতা শ্রীভগবানের অনুগত হয়ে চলে—এই মমতা ঐশ্বর্যজ্ঞান-গৌরবান্বিতা। আর মা যশোদার বেলায় মমতা স্বপ্রধান —ভাবান্তরের দ্বারা অক্ষুভিতা। মা যশোমতির মনের ভাব, কৃষ্ণ আমা ছাড়া জানে না, আমি তার একমাত্র গতি, আমার কর্তব্য এর মঙ্গল দেখা—মা যশোমতির চিত্তে কৃষ্ণের মঙ্গল ভাবনাই আধিক্য লাভ করে, এখানে মমতা অধিক, কৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তিনি তাকে বাঁধতে পারেন ভৎর্সনা করতে পারেন। কাজে কাজেই মায়ের প্রতি প্রসাদও অধিক, এ আর বেশী কি—কৃষ্ণ তো তারই। কাজেই ব্রহ্মার বরে এইরূপ প্রসাদ লাভ করা যায় না—তিনি নিজেই তো এই বস্তু প্রার্থনা করছেন—ব্রহ্মস্তব—"মুকুন্দ যাঁদের জীবন-স্বরূপ সেই ব্রজবাসিগণের মধ্যে যে কোনও একজনের চরণরজ-অভিষেক যে জন্মে লাভ করা যেতে পারে সেই জন্ম ব্রহ্মজন্ম থেকেও সৌভাগ্য জনক।"—(শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৪) ॥ জী০ ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভক্তবশ্যস্য তস্য ভক্তেষ্বপি মধ্যে ব্রজেশ্বর্য্যা আধিক্যমপারং বশ্যত্বাতিশয় দর্শনেন সরোমাঞ্চমাহ—নেমমিতি। বিশিষ্টা মুক্তিঃ বিমুক্তিঃ, প্রেম্না তৎপ্রদাদপি কৃষ্ণাৎ যৎ প্রসাদং গোপী শ্রীযশোদা প্রাপ্ত তৎ তং প্রসাদং বিরিঞ্চো ভবঃ শ্রীরপি ন লেভিরে ন লেভিরে ন লেভির ইত্যন্বয়ঃ।

২১ নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপীকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥

২১। অন্বয় ঃ অয়ং ভগবান্ গোপিকাসুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মভূতানাং (আত্মজ্ঞানিনাং) ভক্তিমতাং (ভক্তানাং) যথা সুখাপঃ (অনায়াসেন লভ্যঃ) [তথা] দেহিনাং (দেহাভিভানিনাং)জ্ঞানিনাং (নিবৃত্তাভিমানানাং) ন সুখাপঃ।

২১। মূলানুবাদ ঃ এই গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজজনের আনুগত্যে ভজনকারী ভক্তগণের যেরূপ সুখলভ্য হয়, তেমন হয় না দেহাত্মবাদী ভক্তিমানদের, দেহে আত্মবুদ্ধি রহিত আত্মারামগণের এবং ব্রহ্মাশিবলক্ষ্মী আত্মভুতগণের।

নঞ্ ত্রয়েণ লেভিরে ইত্যস্য ত্রিরাবৃত্ত্যা প্রাপ্ত্যভাবাতিশয় উক্তঃ।যদ্বা বিরিঞ্চোভবঃ শ্রীরপি প্রসাদং ন লেভিরে অপি, তু প্রসাদং লেভির এব। কিন্তু গোপী যং প্রসাদং প্রাপ ইমং ন লেভিরে ইত্যন্বয়ঃ। বিরিঞ্চঃ পুত্রোইপি স "আদিদেবোজগতাং পরো গুরু" রিত্যুক্তের্ভক্তানামাদিগুরুরপি, ভবঃ স্বাত্মাপি "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু" রিত্যুক্তেস্ততোইপ্যুৎকর্ষবানপি শ্রীর্জায়াপি অঙ্গ সংশ্রয়ত্বেন সখ্যভক্তিরসবত্ত্বাৎ দাস্যাভ্যাং তাভ্যামুৎকর্ষবত্যপি যস্যাঃ সকাশাৎ প্রেম্না ন্যূনা এব সা যশোদা সাধনসিদ্ধা পূর্ব্বজন্মনি ব্রহ্মদত্তবরা ধরা আসীদিতি মহানেবানয়ঃ নহি ব্রহ্মণো বরদানলভ্যমেতাদৃশং প্রেমসৌভাগ্যং ভবিতুমর্হতি স ব্রহ্মাপি "তদ্ভুরি ভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যা" মিতি প্রার্থয়মানোইস্যা ন্যূনাতিন্যূন কক্ষায়ামেব গণ্যত ইত্যতঃ শ্রুতি-স্মৃত্যাগম প্রসিদ্ধে নিত্যসিদ্ধে এব নন্দ যশোদে ত্বয়া জ্ঞেয়ে। "নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্" যশোদা বেত্যল্পবিমর্শে ত্বদীয় প্রশ্নে ময়াপি স্বল্প প্রায়ং দ্রোণো বসূনাং প্রবর ইতি তদেকাংশাশ্রয়ং প্রত্যুত্তরং দত্তমিতি ভাবঃ॥ বি০ ২০॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ভক্তবশ কৃষ্ণের ভক্তের মধ্যেও ব্রজেশ্বরীর আধিক্য অপার—তাঁর কাছে যে কৃষ্ণের বশ্যতা-অতিশয়, তা দেখে সরোমাঞ্চে বলা হচ্ছে—নেমং ইত্যাদি। **বিমুক্তিদাৎ**—বিশেষ মুক্তিদাতা থেকে—বিশিষ্ট মুক্তি—বিমুক্তি অর্থাৎ প্রেম। কৃষ্ণ প্রেমদাতা হলেও তাঁর থেকে গোপী যশোদা যে অনির্বচনীয় প্রসাদ পেল, সেই প্রসাদ ব্রহ্মা-শিব-লক্ষ্মীদেবীও পায় নি, পায় নি, পায় নি, এইরূপ অন্বয়। তিনবার 'পায় নি, পায় নি' বলাতে প্রাপ্তির অভাবের আতিশয্য বলা হল অর্থাৎ পায় না যে, তা ত্রিসত্য করে বলা হল। অথবা, ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী প্রসাদ পায় নি-কি? (এখানে 'অপি' পদে প্রশ্ন) পেয়েছে তো বটে কিন্তু গোপী যশোদা যে অনির্বচনীয় প্রসাদ পেয়েছে তা পায়নি। ব্রহ্মা শ্রীভগবানের পুত্র এবং ভক্তগণের আদিগুরু। শিব শ্রীভগবানের আত্মা—(প্রিয়তায় একাত্মা) এবং 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু' এই অনুসারে শিব ব্রহ্মা থেকে শ্রেষ্ঠ—আবার শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রেয়সী বক্ষবিলাসিনী হওয়া দরুণ সখ্যদাস্য ভক্তিরসাশ্রয়ী শিব ব্রহ্মা থেকে শ্রেষ্ঠ—এই লক্ষ্মীদেবীও যাঁর থেকে প্রেমে খাট সেই যশোদাদেবী সাধন সিদ্ধা—পূর্ব জন্মে ব্রহ্মা যাকে বর দিয়েছিলেন,সেই ধরা ছিলেন; ইহা এক মহা অন্যায় কথা। ব্রহ্মার বরদানে

এতাদৃশ প্রেম সৌভাগ্য লাভ হতে পারে না। কারণ সেই ব্রহ্মাই তো প্রার্থনা করছেন ব্রজের তৃণগুল্মলতা হয়ে জন্মাবার জন্য। ব্রহ্মা শ্রীযশোদা থেকে ছোট হতেও অতি ছোট কক্ষায় গণিত

অতএব নন্দ-যশোদা যে শ্রুতি-স্মৃতি আগমে নিত্যসিদ্ধ বলে প্রসিদ্ধ, তা হে পরীক্ষিত তোমার জানা থাকলেও "নন্দমহাশয় এবং যশোদা কি এমন তপস্যা করেছিলেন" তোমার এইরূপ অল্প বিবেচনা মূলক প্রশ্নের জবাবও আমি এদের একাংশ আশ্রয় করে স্বল্পপ্রায় 'দ্রোণ ধরার' কথা বলেই উত্তর দিয়েছিলাম, এইরূপ ভাব॥ বি০ ২০॥

২১। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা ঃ** অথ কথমস্যস্তাদৃশী তৎপ্রাপ্তির্জাতা? পরেষাং বা কথং স্যাৎ? তত্রাহ—নায়মিতি, অয়ং গোপিকাসুতো ভগবান্ দেহিত্বেনাভিমানবতাং তপ-আদিভির্ন সুখাপঃ, কিন্তু 'এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ॥' (শ্রীভা০ ২।৩১১) ইত্যুক্তরীত্যা কথঞ্চিৎ কদাচিৎ তদ্ভক্তসঙ্গো যদি স্যাত্তদা ক্রমত এব প্রাপ্যঃ; এবং জ্ঞানিনাং দেহাদ্যতিরিক্ত-জ্ঞানবতাম্, আত্মভূতানাং তদ্বিজ্ঞানবতামপি ন সুখাপঃ, কিন্তু পূর্ব্ববত্তদ্ভক্তসঙ্গাদেব। আত্মপোতানামিতি পাঠং কেচিৎ পঠন্তি, তত্র আত্মৈব পোতস্তরণসাধনং যেষাং জ্ঞানিনামিত্যর্থঃ। তর্হি কেষাং কেষাং সুখাপঃ? ইত্যপেক্ষায়াং তন্নিদর্শনমাহ—যথা ইহ শ্রীগোপিকাসুতো ভক্তিমতাং সুখাপঃ; অনেন মহানারায়ণাদি-ভক্তিমন্তোঽপি ব্যাবৃত্তাঃ; যুক্তঞ্চ তেষামসুখাপ ইতি। দেহিনাং জ্ঞানিনাঞ্চ দেহি-সামান্যদৃষ্ট্যা, ভক্তান্তরাণাঞ্চ গোপলীলাদৃষ্ট্যা তত্রাদরানাস্পদত্বাৎ তদ্ভক্তানাং সুখাপ ইতি চ যুক্তম্। 'ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা' (শ্রীভা০ ১০।১২।১১) ইত্যাদিষু তেষাং তাদৃশ-তল্লীলায়া সর্ব্বোত্তমতয়ানুভবাদিতি জ্ঞেয়ম্। তত্র গোপিকাসুত ইতি বিশেষণমেব নোপলক্ষণম্—গোপিকায়া এব সর্ব্বোপাদেয়ত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ; ইহ-শব্দশ্চ—যশোদানন্দন-তদ্বাচ্যেব, ন জগদাদিবাচী, প্রাপ্তত্বাদ্ব্যর্থত্বাচ্চ; ভক্তিমন্তশ্চ ত্রৈকালিক-ভক্ত পরম্পরা এব, অবিশেষেণ প্রাপ্তত্বাৎ। তামুপদিশতাং বেদানাং তদুপদেশকোপদেশ্যপরম্পরাণাং চানাদ্যনন্তকালভাবিত্বাৎ। তচ্চ বিশেষণম্—ভক্তিসুখপ্রাপ্তিরূপয়োঃ সাধনসাধ্যয়োরুভয়োরপ্যবস্থয়োর্দ্যোতম্। তস্মাত্তে সার্ব্বকালিক তদ্ভক্তা গোপিকাসুতত্বেনৈব সাধয়ন্তিলভন্তে চ তমিতি স্থিতে নিত্যৈব তস্য তদ্রূপেণাবস্থিতিঃ সিদ্ধা। তথা গোপিকাসুতত্বেনৈব সাধন-নির্ণয়ো গোপিকায়াশ্চ তৎসাধনত্বে স্বাশ্রয়দোষাপাতাৎ ন সাধনাবকাশ ইতি সৈব নির্দ্ধার্য্যতে; অতএব গোপিকায়াঃ সুখাপ ইতি কিং বক্তব্যং গোপিকায়াস্তু সুত এব স ইতি ব্যঞ্জিতম্। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ শ্রীনন্দস্য তদীয়ানামপি। তেষাং তাদৃশত্বঞ্চ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টম্যাদিব্রতে তদীয়-নানামন্ত্রে চ আবরণপূজায়াং দ্রষ্টব্যম্। তস্মাৎ পূর্ব্বং ময়া তয়োরংশাভ্যাং দ্রোণধরারূপাভ্যাং তল্লীলামাত্রং তদেবাপাত-প্রবোধমাত্রার্থমুক্তমিতি ভাবঃ॥ জী০ ২১॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ ঃ** তা হলে জিজ্ঞাস্য কি করে মা যশোদার সেই

তাদৃশী প্রাপ্তি হল ? অপর সকলেরই বা কি করে তাদৃশী প্রাপ্তি যোগ্যতা লাভ হতে পারে ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—নায়মিতি। **অয়ং গোপিকাসুতো ইত্যাদি**—এই গোপিকাসুত ভগবান্ **দেহিনাং**—দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের দ্বারা তপস্যা প্রভৃতিতে সুখে লভ্য হন না। কিন্তু লভ্য হন—"দেবতান্তর পূজক কর্মীদের এই জগতে ভাগবত সঙ্গক্রমে যে ভগবান্ অচ্যুতে অচলা ভক্তি হয়—তাতেই কল্যাণের উদয় হয়।" —(শ্রীভা০ ২।৩।১১)। এই অনুসারে কোনও প্রকারে কদাচিৎ যদি শ্রীভগবৎভক্তের সঙ্গ হয়, তখন ক্রমে ক্রমে এবং **জ্ঞানিনাম্**—দেহাদি-অতিরিক্ত আত্মস্বরূপ জ্ঞানিদের **আত্মভূতানাং**—অনুভবযুক্ত জ্ঞান জন্মালেও সুখ-প্রাপ্য হয় না। কিন্তু পূর্ববৎ ভগবৎভক্ত সঙ্গেই প্রাপ্য হয়। তা হলে সেই তাদৃশী প্রাপ্তি কাঁদের কাঁদের সুখে হতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে, তাঁদের দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্রজজনের অনুগা ভক্তের উল্লেখ করা হচ্ছে, যথা—এই গোপিকাসুত-কৃষ্ণের ভক্তগণের (সুখে প্রাপ্য হয়)—এই বাক্যে মহানারায়ণাদির ভক্তগণকেও বাদ দেওয়া হল। এঁদের পক্ষে পাওয়া কঠিন হওয়াই যুক্তিযুক্ত; কারণ দেহাভিমানিগণের এবং জ্ঞানিগণের ব্রজের রাখাল কৃষ্ণেতে দেহধারী জীব-সামান্য দৃষ্টি আর মহানারায়ণাদির ভক্তগণের গোপলীলা-দৃষ্টি হওয়া হেতু এই ব্রজগোপাল সম্বন্ধে আদরের উদয় হয়-না তাঁদের চিত্তে। আবার কখনও মহা-নারায়ণাদির ভক্তগণের 'সুখাপ'ও হয়, এও যুক্তিযুক্ত—বালগোপালের গোপবালক সঙ্গে বনে বনে যে সুখখেলা, তা সর্বোত্তম শ্রীভগবৎলীলা বলে অনুভব এবং আদর করলেই সুখাপ হন। এখানে 'গোপিকা-সুত' পদটি ভগবানের বিশেষণস্বরূপ। ইহা উপলক্ষণ বাক্য নয়—অর্থাৎ ইহা দ্বারা সুদামাদি অন্য গোপিকা সুতকে বুঝানো হয় নি। গোপিকা পদে এখানে যশোদা, কারণ তাঁর কথাই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে বলা উদ্দেশ্য এখানে। এখানে 'ইহ' পদটি যশোদানন্দনকেই বুঝাচ্ছে—এই জগদাদিকে নয়। 'ভক্তিমন্ত' পদটি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান ভক্ত-পরম্পরাকেই বুঝাচ্ছে, এই পদের বিশেষণ না থাকাতে—ত্রৈকালিক বলার হেতু ভক্ত-পরম্পরাকে উপদেশ দাতা বেদের এবং এই বেদের বক্তা-শ্রোতা পরম্পরা অনাদি অনন্তকাল ঘটিত। আরও, এই যে ভগবানের গোপিকাসুত বিশেষণটি—উহা ভক্তিসুখপ্রাপ্তি-সাধন ও সাধ্য উভয় অবস্থাতেই প্রযোজ্য—অর্থাৎ সাধন অবস্থাতেও গোপীকাসুত কৃষ্ণই থাকবেন, আর সাধ্য অবস্থাতেও তাঁকেই সুখে পাওয়া যাবে।

সেই হেতু সেই সার্বকালিক ভগবৎভক্তগণ গোপিকাসুত রূপেই ভগবানের ভজন করেন, গোপিকা সুতকেই লাভও করেন। এইরূপে নিত্যকালের ধামে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের গোপিকাসুত রূপে অবস্থিতি প্রমাণিত হল।

তথা গোপিকাসুতরূপেই সাধন-নির্ণয় হওয়াতে গোপিকা মা যশোদা কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনরূপে নির্ণীত হলেন। সাধনের অপেক্ষা আছে, এরূপ বললে স্বাশ্রয়দোষ এসে যায়, তাই স্বাভাবিক ভাবেই

নির্ণীত। অতএব গোপিকা যশোদার প্রাপ্তি সুখে হয়, এ আর বলবার কি আছে, এ তো তাঁর পেটেরই ছেলে, এরূপ ভাব প্রকাশ করা হল। (আরও, নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্য রসসাগর মা যশোদার সম্বন্ধে যে' প্রাপ্তি' শব্দটি বলা হল, তা লীলার লৌকিকতা রক্ষার জন্য—আসল উদ্দেশ্য, মা যশোদার আনুগত্যে যে বাৎসল্য-রস উপাসনা তার উৎকর্ষতা প্রতিপাদন)। 'গোপিকা' পদটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে—শ্রীনন্দ ও তদীয় সকল জনেরই ঐ যশোদার মতো একই অবস্থার প্রাপ্তি হয়—ইহা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতে তদীয় নানামন্ত্রে এবং আবরণ পূজায় দ্রষ্টব্য। সুতরাং হে রাজা পরীক্ষিৎ, পূর্বে যে নন্দ-যশোদার অংশ দ্রোণধরা প্রভৃতির দ্বারা যে লীলামাত্র বলা হয়েছে, তা তোমার আপাত প্রবোধের জন্য ॥ জী০ ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ ভগবৎ প্রেমৈব সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণিত্বেনোদ্ঘুষ্যতে তস্য মূলভূতাশ্রয়াণাং ভক্তানাং মধ্যে নিত্যসিদ্ধত্ব এব তস্য নিত্যস্থিতিঃ সম্ভবেৎ, তেষ্বপি মধ্যে গোকুলবর্ত্তিনস্তন্মাত্রাদয় এব শ্রেষ্ঠাঃ যেষাং বাৎসল্যাদি ভাববিষয়ীভূতঃ কৃষ্ণস্তদনুগমন ভক্তিমদ্ভিরেব সুলভো নান্যৈরিত্যাহ—নায়মিতি। অয়ং গোপিকাসুতো ন সুখাপঃ, কেষাং দেহিনাং দেহাধ্যাসবতাং ভক্তিমতাং জ্ঞানিনাং দেহাধ্যাসরহিতানাং আত্মারামভক্তানাং, তথাভূতত্বে সত্যেব প্রাপ্তিযোগ্যতায়াং নিষেধসম্ভবাৎ, আত্মভূতানাং পূর্ব্বশ্লোকনির্দ্দিষ্টানাং বিরিঞ্চভবশ্রিয়াং তত্র বিরিঞ্চভবয়োঃ স্বাবতারত্বেন লক্ষ্ম্যাঃ স্বরূপশক্তিত্বেনাত্মভূতত্বং এবং ত্রিবিধজনানাং গোপিকাসুতো ভগবান্ ন সুখাপঃ। কিং তদিতি বিকুণ্ঠ কৌশল্যাদিসুত এব দুঃখমেবাভিব্যঞ্জয়তি। যথা ইহ শ্রীযশোদায়ামেতদুপলক্ষিতেষু বাৎসল্যসখ্যকান্তভাবাশ্রয়েষু ব্রজলোকেষু যা ভক্তিঃ স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডেত্যাদিনা যথা স্বল্লোকবাসিন্য ইত্যাদিনা চ ব্যঞ্জিতা। শ্রুত্যাদিভিরনুগতিময়ী তদ্বতাং যথা সুখাপস্তথা নেতি তেন গোপিকানুগতিময়স্বল্পূনতা-দুঃখাঙ্গীকারস্তু বিরিঞ্চ-ভবলক্ষ্ম্যাদিভিরীশ্বরাভিমানিভিঃ স্বস্ব লোকস্থিতৈর্দুঃশক এব অগ্রেষান্তু তাদৃশোপদেশস্যালাভাদরোচকত্বাদ্বা তদনুগত্যভাব এবেতি ভাবঃ। তত্র সুখাপ দুষ্প্রাপশব্দাভ্যাং প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তী এবোচ্যতে ইতি কেচিদাহুঃ বি০২১॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আরও, এই শ্রীভাগবতে ভগবৎপ্রেমই সর্বপুরুষার্থশিরোমণিরূপে প্রচারিত আছে। শ্রীভগবানের মূলভূতাশ্রয় ভক্তগণের মধ্যে নিত্যসিদ্ধস্বরূপে এই প্রেমের নিত্য স্থিতি সম্ভব যোগ্য—এই নিত্যসিদ্ধগণের মধ্যে তাঁর গোকুলবর্তী মাতা পিতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ—এঁদের বাৎসল্য-বিষয়ীভূত কৃষ্ণ গোকুলবাসিগণের অনুগমনকারী ভক্তিমান্‌গণের সুলভ—অন্যের নয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—নায়ং ইতি। এই গোপিকাসুত সুখাপ নয়। কার সুখাপ নয়? **দেহিনাং**—দেহাত্মবাদী ভক্তিমান্‌দের এবং **জ্ঞানিনাং**—দেহে আত্মবুদ্ধি রহিত আত্মারাম ভক্তগণের সুখাপ নয়, কারণ এইরূপ ভক্ত হলেও ব্রজের কৃষ্ণের সেবাধিকার প্রাপ্তি সুযোগ এঁদের হয় না যতক্ষণ-না ব্রজজনের সঙ্গপ্রভাবে ব্রজ ভক্তিতে প্রবেশ হয় ও প্রাপ্তি যোগ্যতা হয়।

২২। কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ।
অদ্রাক্ষীদর্জ্জুনৌ পূর্ব্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ ॥

২২। **অন্বয়** ঃ প্রভুঃ কৃষ্ণঃ তু মাতরি (যশোদায়াং) গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং পূর্ব্বং (পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি) ধনদাত্মজৌ (কুবেরনন্দনৌ) গুহ্যকৌ (যক্ষৌ) অর্জ্জুনৌ (ইদানীম্ অর্জ্জুনবৃক্ষরূপেণ স্থিতৌ) অদ্রাক্ষীৎ (দদর্শ)।

২২। **মূলানুবাদ** ঃ মা গৃহকর্মে ব্যস্ত হলে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যাঁরা কুবের পুত্র গুহ্যক ছিল, সেই যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করলেন।

আত্মভূতানাং—পূর্বশ্লোকে উল্লিখিত ব্রহ্মা-শিব-লক্ষ্মীর আত্মভূত। এর মধ্যে ব্রহ্মা শিব নিজ অবতার বলে এবং লক্ষ্মী স্বরূপশক্তি বলে আত্মভূত—এইরূপ ত্রিবিধজনের গোপিকাসুত ভগবান্ সুখাপ নন। **যথা ভক্তিমতামিহ**—যথা 'ইহ'—শ্রীযশোদাতে। এই 'যশোদা' পদের দ্বারা উপলক্ষিত বাৎসল্য সখ্য কান্ত ভাবাশ্রয়ী ব্রজজনের প্রতি ভক্তিমান্ জনের যেরূপ সুখাপ যশোদাসুত, সেরূপ ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মীরও নয়। এই ভক্তির স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে, 'স্ত্রিয় উরুগেন্দ্র' ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত শ্লোকে, যথা—সর্পশ্রেষ্ঠের দেহসদৃশ তদীয় ভুজদণ্ডযুগলের প্রতি অতিরাগে আসক্তধী রাধাদি গোপীগণ নিজ বক্ষোস্থলে কৃষ্ণপদকমলের যে সুধার সেবা-অনুভবাদি করেন তাই আমরা 'শ্রুতি' হলেও তপস্যা দ্বারা গোপীতুল্য দেহ লাভ করে কি করে পাবো ?"—এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—একমাত্র গোপীদের আনুগত্যে ভজন করলেই তা পাওয়া যেতে পারে, অন্য প্রকারে নয় শ্রুতিগণ ও মুনিগণ গোপী-আনুগত্যময়ী ভক্তিতে যেমন কৃষ্ণকে ব্রজে পেয়েছিলেন এমন ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী পান নি—কারণ স্বস্ব লোকেস্থিত ব্রহ্মা শিব লক্ষ্মী প্রভৃতির পক্ষে গোপী প্রভৃতি ব্রজলোকের আনুগত্যরূপ নিজ ন্যূনতা দুঃখাঙ্গিকার দুঃশক, আর অন্যের তাদৃশ উপদেশ অলাভ হেতু বা অবোধকতা হেতু ব্রজলোকের অনুগতি অভাব, এইরূপ ভাব ॥ বি॰ ২১ ॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকা** ঃ এবং শ্রীগোপিকায়াং কেবলবালত্বেঽপি অন্যত্রাব্যাহত-জ্ঞানাদিমত্ত্বং বক্তুং প্রস্তৌতি—কৃষ্ণস্ত্বিতি। এবং শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণং ববন্ধ, স চান্যং মোচয়ামাস ইতি। ভিন্নোপক্রমে তু শব্দঃ। গৃহকৃত্যেষু ইতি বহুত্বেন তেষামনুপরতিঃ সূচিতা; তং ত্যক্ত্বা গমনঞ্চ তস্য প্রাঙ্গণ-সমীপস্থত্বাৎ, বক্ষ্যমাণানাং বালানাং রক্ষিতত্বাৎ, দৃঢ়বন্ধনমোচনোলূখলা-কর্ষণশক্তেরমননেন পুত্রস্যাস্যন্যত্র গমনশঙ্কাপগমাৎ। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তস্যা বাক্যম্—'যদি শক্নোষি গচ্ছ ত্বমতিচঞ্চলচেষ্টিতঃ' ইতি ॥

২২। **শ্রীজীব-বৈ॰ তোষণী টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে গোপিকা সম্বন্ধে কেবল বালভাব মুগ্ধত্ব—হলেও অন্যত্র অসীম জ্ঞানাদির স্ফুরণ আছে, সেই কাহিনী বলার উপক্রম করা হচ্ছে - কৃষ্ণস্তু ইতি।

২৩। পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ।
নলকূবরমণিগ্রীবাবিতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্বিতৌ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে উলূখলবন্ধনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥

২৩। অন্বয়ঃ শ্রিয়ান্বিতৌ নলকূবর-মণিগ্রীবৌ ইতি খ্যাতৌ(তত্তন্নাম্না প্রসিদ্ধৌ) মদাৎ (গর্ব্বাৎ) পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাম্ প্রাপিতৌ।

২৩। মূলানুবাদঃ পূর্বজন্মে এঁরা নলকূবর মণিগ্রীব নামে বিখ্যাত ঐশ্বর্যশালী যক্ষ ছিল, কিন্তু অভিমান ও মধুমত্ততা হেতু দেবর্ষি নারদের শাপে বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হয়েছে।

এইরূপে যশোদা যে কৃষ্ণকে বাঁধলেন সেই তিনিই অন্যকে মোচন করলেন। ভিন্ন উপক্রমে তু শব্দ। **গৃহকৃত্যেষু**—এখানে গৌরবে বহুবচন এই গৃহকর্মে মা যশোদার অতুলনীয় রতি সূচিত হল। পুত্রকে সে অবস্থায় রেখে মা যে অন্যত্র গেলেন, তার কারণ বন্ধন স্থানটির নৈকট্য, আগে যে বলা হয়েছে, সেই বালকদের পাহারায় রাখা এবং দৃঢ়বন্ধনমোচন—উলূখল আকর্ষণ শক্তির অভাব মাননা হেতু পুত্রের অন্যত্র গমণ আশঙ্কার অপগম। এই কথার প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণে মার কথাতেই প্রকাশ আছে, যথা—"হে অতি চঞ্চল কর্মকারী! যদি পার এই বন্ধন-ছুটে যাও-না দেখি।" [বৃহৎতোষণী—যেহেতু **কৃষ্ণঃ**—সাক্ষাৎ ভগবান্ অতএব **অদ্রাক্ষীত**—অনুগ্রহ কবার ইচ্ছা করলেন]॥ জী০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ ভক্তৈর্বদ্ধস্যাপ্যন্যমোচকত্বং বক্তুমাহ কৃষ্ণস্ত্বিতি॥ বি০ ২২॥

২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ**ঃ ভক্তের দ্বারা বদ্ধ হলেও তাঁর অন্যমোচকত্ব বলার জন্য বলছেন—কৃষ্ণস্তু ইতি॥ বি০ ২২॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা**ঃ পূর্ব্বমদ্রাক্ষীদিত্যুক্তং, তত্র 'পূর্ব্বপূর্ব্ব-তদ্দর্শন সম্ভবেঽপি সম্প্রতি তদুক্তিস্তদ্বিশেষানুপেক্ষয়েতি, তচ্চ যদ্যপি স্বযোগ্যত্বাত্তল্লীলাশক্তিকৃতমেব, তথাপি স্ববন্ধনানুসন্ধানেন তদ্বন্ধনানুসন্ধানস্য যুক্তত্বাদিবেত্যুৎপ্রেক্ষণীয়ং দৃষ্ট্বা বিচারিতবানিত্যর্থঃ। অথ তমেব তস্য বিচারমাহ—পুরেতি মদাদভিমানাৎ মধুমত্ততায়াশ্চ হেতোঃ, যতঃ শ্রিয়া সম্পদান্বিতৌ॥ জী০ ২৩॥

২৩। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদ**ঃ পূর্বশ্লোকে বলা হয়েছে'অদ্রাক্ষীৎ' অর্থাৎ দেখলেন—এই বৃক্ষদ্বয়কে ঐ স্থানে পূর্বে বহুবার দেখা সম্ভব হলেও সম্প্রতি যে এই দেখার কথা বলা হল, তা তার এই বন্ধনরূপ ঘটনা বিশেষের অপেক্ষায়। যদিও তাঁর এই বন্ধনটি নিজ যোগ্যতা হেতু লীলা শক্তিরই কর্ম, তথাপি তৎসময়ে নিজ বন্ধন ব্যথা মনে আলোড়িত হচ্ছিল বলে নলকুবর মণিগ্রীবের বন্ধন ব্যথার অনুসন্ধান

যুক্তিযুক্ত, সমব্যথার ব্যথি বলে। তাই বিচার উঠল। অতঃপর তার সেই বিচারের কথা বলা হচ্ছে—পুরা ইতি। **মদাৎ**—অভিমান হেতু এবং মধুমত্ততা হেতু—যেহেতু **শ্রিয়**।—সম্পদশালী ॥ জী০ ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ঋণিত্বাদেব বদ্ধোঽহং মাত্রা তদনৃণীভবন্। কিং কুর্ব্বে ইতি সংচিন্ত্য মোচয়ন্তৎ পুরদ্রুমৌ ॥ বি০ ২৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ঋণ থাকা হেতুই মায়ের হাতে বদ্ধ হয়েছি, কাজেই ঋণ শোধ করার জন্য আমি কি করতে পারি, এইরূপ চিন্তা করে পুরস্থ অর্জুন বৃক্ষদ্বয়কে শাপ মুক্ত করে দিলেন বাল গোপাল ॥ বি০ ২৩ ॥

শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
শ্রীবৃন্দাবনবাসী দীনমণিকৃত দশমে নবম
অধ্যায় বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।